

فتاوى العلماء حول الحزبية والإمارة والبيعة
দল/সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে
বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

جمع وإعداد: عبد العليم بن كوثر
সংকলনে : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

مراجعة : د/ أبو بكر محمد زكريا
সম্পাদনায়: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া

الناشر: مكتبة السنة
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ঈসাব্দী

তৃতীয় প্রকাশ : আগষ্ট ২০১৭ ঈসাব্দী

বিনিময় মূল্য: ৬০ (ষাট) টাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা
	অনুবাদের কথা	০৫
১	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া	১৩
২	মুকীম অবস্থায় ইমারত বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া	১৫
৩	জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী	১৮
৪	সউদী আরবের গ্র্যান্ড মুফতী আব্দুল আযীয ইবনে বায	২৬
৫	আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন	৩১
৬	সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান	৪০
৭	সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শাইখ বকর আবু যায়েদ	৪১
৮	ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদেঈ	৪৫
৯	সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলিম শাইখ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল আরউর	৪৯
১০	আল্লামাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল গুদায়য়ান	৫৪
১১	মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদ	৫৬
১২	আলী ইবনে হাসান ইবনে আব্দুল হামীদ আল হালাবী আল আছারী	৫৯
১৩	শাইখ ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল লুহায়দান	৬২
১৪	শাইখ রবী ইবনে হাদী আল মাদখালী	৬৩
১৫	শাইখ মুহাম্মাদ আমান ইবনে আলী আল জামী	৬৫

১৬	শাইখ উছমান মুহাম্মাদ আল খামীস	৬৬
১৭	শাইখ ইব্রাহীম ইবনে আমির আর রুহায়লী	৬৭
১৮	আবু মালেক আর রেফাঈ আল জুহানী	৬৯
১৯	আব্বাসাদ সাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল হুসাইন	৭০
২০	শাইখ আবু উসামাহ সালীম ইবনে ঈদ আল হেলালী	৭১
২১	আবু মুহাম্মাদ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী	৭৩
২২	শাইখ আহমাদ ইবনে ইয়াহুইয়া আন নাজমী	৭৬

অনুবাদের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র মুমিন সম্প্রদায়কে পরস্পরের ভাই হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উপর, যিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন।

ইসলাম মুসলিমদেরকে এমন অটুট বাঁধনে বেঁধেছে, কোনো দল, জামা'আত বা সংগঠনের পক্ষে কখনই তার ধারে কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামে ইসলামী ভ্রাতৃত্বই মিত্রতা ও শত্রুতা পোষণের মানদণ্ড। চিনুক বা না চিনুক একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ﴾

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১০)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»

পারস্পরিক ভালবাসা, দয়াদ্রুতা এবং সহানুভূতিশীলতার ক্ষেত্রে সমগ্র মুমিন সম্প্রদায় একটি দেহের মত। দেহের একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে তার জন্য পুরো দেহ ব্যথা অনুভব করে।^১ তিনি অন্যত্র বলেন,

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

মুমিনরা নির্মিত ভবনের মত, যার একাংশ অন্য অংশের সাথে শক্তভাবে গাঁথা।^২

এমনকি একজন মুসলিম যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং অপরজন পশ্চিম প্রান্তে থাকে, তথাপিও তারা পরস্পর বন্ধু।

সুফিয়ান ছাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের দু’জন ব্যক্তির সংবাদ যদি তোমার কাছে পৌঁছে, তাহলে তাদের উভয়ের নিকট তুমি সালাম পাঠাও এবং তাদের জন্য দু‘আ কর। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের লোকদের সংখ্যা কতই না কম!° এই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর পরস্পরের মধ্যে গভীর সম্পর্কের ইলাহী ব্যবস্থাপনা।

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত না হয়ে একতাবদ্ধভাবে থাকতে বলেছেন এবং একতাবদ্ধ হওয়ার মানদণ্ডও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আলে ইমরান ৩ :১০৩) /

উক্ত আয়াতে একতাবদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড হিসাবে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআন ও হাদীছের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সঠিক আক্বীদার বাইরে গিয়ে একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দলাদলি ও বিভক্তির নিন্দা করে বলেন,

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

আর তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (সূরা আলে ইমরান ৩ :১০৫) /

২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০২৬, ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫

৩. লালকাঙ্গি, শারহ উছুলি ই‘তিক্বাদি আহলিস-সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ, আসার নং ৫০।

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই (সূরা আল আন'আম ৬ :১৫৯) /

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ আজ শতধাবিভক্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা মুসলিম উম্মাহ বলতে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতকে বুঝাচ্ছি। কারণ এ লেখায় আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বাইরের ভ্রান্ত ফেরক্বাগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। যেমন, আত-ত্বয়েফাহ আল-মানছুরাহ, আল-ফেরক্বাহ আন-নাজিয়াহ, আহলুল হাদীছ, আছহাবুল হাদীছ, আহলুল আছার, সুন্নী ইত্যাদি। এ ব্যাপক অর্থে প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের প্রকৃত অনুসারীদের উপরও এসব নাম প্রযোজ্য হবে। তবে প্রসিদ্ধ চার ইমামের কোনো একজনের অনুসারী যদি তার ইমামের আকীদা গ্রহণ না করে ভ্রান্ত ভিন্ন কোনো আকীদা গ্রহণ করে, তাহলে সে তার দায়িত্ব বহন করবে।

অনুরূপভাবে এসব নামে গঠিত কোনো সংগঠন যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃস্বার্থ অনুসারী হয়ে থাকে, তাহলে তারাও আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। তবে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলতে কস্মিনকালেও নির্দিষ্ট কোনো দল, মাযহাব বা জামা'আতকে বুঝাবে না।

কেউ কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি থেকে সরে গেলে সে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না; সে যে যুগের, যে দেশের, যে মাযহাবের বা যে দলেরই হোক না কেন।

অনুরূপভাবে কোনো দল যদি নিজেদেরকে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নামে নামকরণ করে হরহামেশা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নীতি বিরোধী

কাজ করে এবং নানামুখী শির্ক-বিদ‘আতই তাদের সাধনা হয়, তাহলে এই নামকরণ তাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসবে না; বরং তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, নিজেদেরকে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত দাবী করা সত্ত্বেও উপরিউক্ত নামগুলির প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করা, সেগুলো সম্পর্কে বিষোদগার করা এবং নিজেদের ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগকে অস্বীকার করা যেমন মহা অন্যায়; তেমনি সেগুলোকে গুটিকয়েক মানুষ নিয়ে গঠিত কোনো দল, মাযহাব বা জামা‘আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অপচেষ্টাও কম অন্যায় নয়। মূলতঃ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এ দু’পক্ষ উল্লেখিত পরিভাষাগুলো অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। আর তা না হলে কোনো হীন স্বার্থে তারা সেগুলো না বুঝার ভান করেছে।

হুযায়ফা রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছে জামাআতুল মুসলিমীন^৪ বলতে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতকে বুঝানো হয়েছে। আরেক অর্থে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ যখন একজন খলীফার হাতে বাই‘আত করবে, তখন তাদেরকেও জামা‘আতুল মুসলিমীন বলা হবে এবং তাদের বাই‘আতকৃত খলীফাকে বলা হবে ইমামুল মুসলিমীন বা খলীফাতুল মুসলিমীন। উক্ত হাদীছে ফেৎনা এবং দলাদলির সময় একজন মুসলিমের করণীয়ও বলে দেয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে, জামা‘আতুল মুসলিমীন এবং তাদের খলীফার সাথে থাকা। আর মুসলিম খলীফার অবর্তমানে যাবতীয় দলাদলি ছেড়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ আঁকড়ে ধরে থাকা।

হাদীছটির অন্য বর্ণনায় রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযায়ফা রাঈয়াল্লাহু আনহু কে তিনবার বলেছিলেন,

يَا حُذَيْفَةُ، تَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ

হে হুযায়ফা! তুমি কুরআন শিখবে এবং তা মেনে চলবে।^৫

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭।

৫. হাসান : আবু দাউদ, হা/৪২৪৬

হাদীছে উল্লেখিত জামা‘আতুল মুসলিমীন কথাটি নির্দিষ্ট কোনো দল বা সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালালে তা হবে মহাঅন্যায়।

যেমনটি কোনো কোনো মুসলিম দেশে আজ জামা‘আতুল মুসলিমীন নামধারী ভুঁইফোড় সংকীর্ণ দলের জন্ম হয়েছে, যারা ব্যাপক অর্থবোধক এ পরিভাষাটিকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে দ্বিধা করছে না।

যাহোক, যে ব্যক্তি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুযায়ী কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বুঝবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, সে-ই আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে, পৃথিবীর যে প্রান্তেই তার অবস্থান হোক না কেন।

এমনকি গভীর জঙ্গলে একাকী অবস্থানকারী ব্যক্তিও যদি নিঃস্বার্থভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলে, সেও আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মনে রাখতে হবে, প্রচলিত সংগঠনগুলির মত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কাউকে কোনো নেতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না এবং কোনো সদস্য ফরম বা ভর্তি ফরমও পূরণ করতে হয় না।

প্রয়োজন হয় না কোনো আমীর বা নেতার হাতে বাই‘আতের ও শপথ বাক্য পাঠের। শুধুমাত্র সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুযায়ী নিঃশর্তভাবে কুরআন-হাদীছ মেনে চললেই হয়।

বড় আফসোসের কথা হচ্ছে, খোদ আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের লোকেরাই এ মহান অর্থ অনুধাবনে চরম ব্যর্থ হচ্ছে এবং আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বেশ অভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণও বটে।

যাহোক, কারো কারো মতে, জরুরী প্রয়োজনে সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অতীব জরুরী কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:

(১) সংগঠনে কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি পরিপন্থী কোনো কার্যক্রম থাকবে না।

(২) সংগঠনে বাই‘আত, শপথ, অঙ্গীকার বা এজাতীয় কোনো কিছু থাকবে না। কারণ, বাইআত মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা এবং দেশের সরকারের সাথে নির্দিষ্ট। কোনো সংস্থা, সংগঠন, দল বা জামা‘আতের নেতার জন্য তা আদৌ বৈধ নয়।

(৩) ঈমানী মহান ও প্রশস্ত ভ্রাতৃত্বের গণ্ডিকে সাংগঠনিক সংকীর্ণ ভ্রাতৃত্বের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে।

(৪) সংগঠনের ভেতরের এবং বাইরের সকল মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকতে হবে, একে অন্যের দোষত্রুটি না বলে ভাল দিকগুলি বলতে হবে এবং কারো মধ্যে বিদ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য হিকমতের সাথে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(৫) সংগঠনকে দাওয়াতের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু মনে করা যাবে না; সংগঠন কখনই হকু-বাতিলের মানদণ্ড বিবেচিত হবে না।

(৬) মানুষকে সংগঠনের পতাকাতলে আস্থান না জানিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শীতল ছায়াতলে আস্থান জানাতে হবে।

আমার ছোট গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো সংগঠনকে দাওয়াতী কার্যক্রমের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই মাধ্যম একসময় পরিণত হয় মূল লক্ষ্যে, শুরু হয় দলের প্রতি অন্ধভক্তি এবং অন্যদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও অভক্তি। সংগঠনে থাকলে অসং মানুষটিও হয়ে যায় দুখে ধোয়া; কিন্তু সংগঠনের বাইরে চলে গেলে সোনার মানুষটিও পরিণত হয় নিকৃষ্ট ব্যক্তিত্বে। এই মিত্রতা ও শত্রুতার মানদণ্ড হয় কেবল দলীয় গণ্ডি; এখানে আকীদা, আমল, পরহেযগারিতা ও যোগ্যতার কোনো মূল্য থাকে না।

প্রসঙ্গক্রমে পাকিস্তানের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে; সেখানকার ছহীহ আকীদায় বিশ্বাসের দাবীদার কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের এতবেশী

টানাপড়েন হয়েছে যে, একটি সংগঠন তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তানুযায়ী বাকী তিনটি সংগঠন এবং সেগুলোর কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ করে বলেছে, তাদেরকে কোনো প্রোগ্রামে ডাকা হবে না এবং তাদের কারো কারো সাথে কোনো প্রকার সহযোগিতার পথ খোলা থাকবে না।^৬ এই যদি হয় সঠিক আকীদা পোষণকারী সংগঠনের অবস্থা, তাহলে অন্যদের অবস্থা কি হতে পারে! মূলতঃ সারা দুনিয়ার সব সংগঠনের অবস্থা প্রায় একই!

সংগঠন যেহেতু দাওয়াতের একটি মাধ্যমের বাইরে অন্য কিছু নয়, সেহেতু প্রত্যেকটি দাঈর সেখানে যোগ দেওয়াও অপরিহার্য নয়। বরং একজন দাঈ তার সাধ্যানুযায়ী দাওয়াতের যে কোনো বৈধ মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে পারেন। তবে দাঈদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নানামুখী দাওয়াতী কার্যক্রমে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করতে হবে এবং আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। মনে কারো প্রতি হিংসার আশ্রয় দেওয়া যাবে না।

মনে রাখতে হবে, ইসলামে কোনো বৈধ কাজ করতে গিয়ে কোনো হারাম কাজ করা নিষেধ। কিন্তু সংগঠন নামক এ বৈধ মাধ্যমটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একজন ব্যক্তি কাবীর গোনাহ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না; সেখানে চলছে কাঁদা ছোড়াছুড়ি, চলছে মরা ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ! অতএব, নির্দিষ্ট কোনো দল বা সংগঠনের শিকলে নিজেকে বন্দী না করে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আকীদা ছহীহ, তাদের সবাইকে ভালকাজে সহযোগিতা করা ভাল; পক্ষান্তরে তাদের দোষত্রুটি ও মন্দ দিকগুলি সংশোধনের জন্য তাদেরকে নছীহত করা উচিত।

বিভিন্ন দল, জামা‘আত ও সংগঠনের বৈধতা কতটুকু এবং সেগুলো সম্পর্কে একজন মুসলিমের ভূমিকা কি হবে তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া দরকার।

৬. দেখুন : লাহোর থেকে প্রকাশিত মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১১ মে ২০১৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮।

শায়খ ছালেহ আল-ফাওয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যুবক এবং সাধারণ মানুষদেরকে দলাদলি ও বিভক্তি সম্পর্কে সতর্ক করা ওলামায়ে কেরামের জন্য জায়েয আছে কি?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, যুবক এবং সাধারণ মানুষদেরকে নিষিদ্ধ দলাদলি থেকে সতর্ক করা জরুরী। তা হলে মানুষ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে থাকতে পারবে। কেননা আজ সাধারণ মানুষও হক্ মনে করে কিছু কিছু দলের ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে। আর আমরা যদি দলাদলি এবং বিভক্তির ভয়াবহতা মানুষদেরকে না বলি, তাহলে তাদের মধ্যে ভ্রষ্টতা প্রবেশ করবে। শিক্ষিত সমাজের চেয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ভয়টা আরো বেশী। কেননা উলামায়ে কেরাম চুপ থাকলে সাধারণ মানুষ মনে করবে, এটিই হচ্ছে হক্।^৭

এ সংকলনে আমরা বিভিন্ন ইসলামী দল ও সংগঠন এবং ইমারত ও বাই‘আত সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কয়েকজন আলেমের বক্তব্য তুলে ধরলাম। সংকলনটির কিছু কিছু প্রশ্ন প্রায় একই। কিন্তু প্রশ্নগুলি বিভিন্ন আলেমের কাছে উপস্থাপিত হওয়ায় এবং পুনরাবৃত্ত একটি প্রশ্নে যে বাড়তি জ্ঞানের কথা রয়েছে, তা ঐ একই ধরনের অন্য প্রশ্নে না হওয়ায় আমরা সেগুলো ছাড়িনি। তাছাড়া একই প্রশ্নের জবাবে একাধিক আলেমের দৃষ্টিভঙ্গি জানাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আমাদের নিয়্যত পরিচ্ছন্ন করে দিন। আমীন!

৭. ছালেহ আল ফাওয়ান, আল-আজবিয়াতুল মুফীদাহ ফিল মানাহিজিল জাদীদাহ, পৃষ্ঠা ৬৮।

(১) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ)

□ তিনি বলেন, কারো অধিকার নেই যে, সে উম্মাতের জন্য রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে খাঁড়া করে তার পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সেই পথকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে তার জন্য এটাও বৈধ নয় যে, সে আল্লাহ ও রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বক্তব্য এবং যেসব বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত অন্য কোনো বক্তব্যের জন্ম দিয়ে তাকে কোনো মুসলিমের সাথে আন্তরিক সুসম্পর্ক গড়া বা না গড়ার মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবে। বরং এটি বিদ'আতীদের কাজ, যারা উম্মাতের জন্য কোনো ব্যক্তি বা বক্তব্যকে দাঁড় করিয়ে তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে; ফলে তারা এই সৃষ্ট বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা শত্রুতা পোষণ করে।^৮

□ মানুষদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় এমন কোনো কাজ করা কোনো শিক্ষকের উচিত নয়। বরং তারা সবাই ভাই ভাই হয়ে থাকবে এবং পরস্পরে সৎ ও তাকওয়া'র কাজে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করো না (আল মায়িদা ৫ :২) /

অনুরূপভাবে কোনো শিক্ষকের এটাও উচিত নয় যে, সে কারো পক্ষ থেকে মানুষদের অঙ্গীকার গ্রহণ করবে এমন যে, সে যা-ই চাইবে, তা-ই সমর্থন করতে হবে এবং সে যার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, অনুরূপভাবে সে যার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে। বরং যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে চেন্সিস খানদের মত, যারা কেবল তাদেরকে

বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, যারা তাদেরকে সমর্থন করে, পক্ষান্তরে যারা তাদের সমর্থন করে না, তাদেরকে শত্রু গণ্য করে। মনে রাখতে হবে, তাদের এবং তাদের অনুসারীদের উপর আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে।^৯

□ যে ব্যক্তি কাউকে দাঁড় করিয়ে তার সমর্থনকে কেন্দ্র করে কারো সাথে সুসম্পর্ক গড়ে বা শত্রুতা পোষণ করে, সে নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় পড়ে যাবে,

﴿مَنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا﴾

যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে (সূরা ক্রম ৩০ : ৩২) ^{১০}

□ যদি তারা (কোনো দল) আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশনার মধ্যে কোনো কিছু বৃদ্ধি করে বা কম করে, যেমন: কেউ তাদের দলে প্রবেশ করলে হক-বাতিলের তোয়াক্কা না করে তার পক্ষাবলম্বন করা, পক্ষান্তরে কেউ তাদের দলে প্রবেশ না করলে সে হকের উপরে থাকুক কিংবা বাতিলের উপরে থাকুক তাকে প্রত্যাখ্যান করা। বস্তুত: এটিই হচ্ছে সেই বিভক্তি, আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার নিন্দা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাআতবদ্ধভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তারা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যের সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন।^{১১}

৯. মাজমু' ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ২৮/১৫-১৬

১০. মাজমু' ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ২০/৮

১১. মাজমু' ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ১১/৯২

(২) মুক্কীম অবস্থায় ইমারত বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া

□ প্রশ্ন: মুক্কীম অবস্থায় ইমারত বা কাউকে আমীর বানানো জায়েয আছে কি? অর্থাৎ রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনজন সফর অবস্থায় থাকলে তাদের একজন তাদের আমীর হবে; উক্ত হাদীছের আলোকে মুক্কীম অবস্থায় কোনো দেশে কোনো দলের আমীর হওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর: আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»

তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের একজনকে তাদের আমীর বানাবে।^{১২}

উক্ত হাদীছ দ্বারা সফর অবস্থায় আমীর বানানোর বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সুতরাং মুক্কীম অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি আমীর হবে।^{১৩}

□ প্রশ্ন: বিভিন্ন ইসলামী দলের উত্থান হয়েছে এবং হচ্ছে, দাওয়াতী ক্ষেত্রে যাদের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন এবং তারা সবাই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আসনটি অলংকৃত করতে চায়-এক্ষেণে উক্ত ইসলামী দলসমূহের উত্থানের ব্যাখ্যা আমরা কিভাবে করতে পারি? তারা কি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিম্নোক্ত হাদীছের আওতায় পড়বে? আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি ব্যতীত তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে। কিভাবে আমরা বিভিন্ন দল যেমন: ইখওয়ানী, খালাফী, সালাফী, তাকফীর ওয়া হিজরা, তাবলীগী, ছুফী ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করব?

১২. সনদ হাসান : আবু দাউদ, হা/২৬০৮।

১৩. সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, ১৮১৮৮ নং ফাতওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

উত্তর: আল্লাহর দ্বীন একটিই এবং সেদিকে আহ্বানের পদ্ধতিও একটিই। সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পদ্ধতির উপর চলবে, সে-ই সঠিক কাজটি করবে। আল্লাহই একক তাওফীকদাতা।^{১৪}

□ **প্রশ্ন:** আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র, আমাকে সর্বদা বিভিন্ন মতবাদ এবং দলের মধ্যে বসবাস করতে হয়। তাদের সবাই নিজের দলকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সর্বাঙ্গক চেষ্টা করে নিজেদের সহযোগী সদস্য বাড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকে। যেমন: জামাআতুল ইখওয়ান, তাবলীগ জামা‘আত (যারা ৪০ দিন, ৪ মাস চিল্লায় বের হয়), জামা‘আতু আনছারিস-সুন্নাহ, আব্দুল হামীদ ছাহেবের জামা‘আহ ইছলাহিয়াহ ইত্যাদি। এক্ষণে আমাদেরকে সঠিক পথটি বাংলাে দিবেন বলে আশা করছি।

উত্তর: নির্দিষ্টভাবে কোনো জামা‘আতের পক্ষাবলম্বন না করে হক্ ও দলীলভিত্তিক বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকা তোমার জন্য জরুরী। তবে কোনো দল সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত ছহীহ আক্বীদার সংরক্ষক হলে তাদেরকে সহযোগিতা করা যেতে পারে। যাহোক, তোমার কর্তব্য হচ্ছে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করা এবং যাবতীয় বিদ‘আত ও কুসংস্কার বর্জন করা। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।^{১৫}

□ **প্রশ্ন:** বর্তমান বিদ্যমান বিভিন্ন দল ও জামা‘আত, যেমন: ইখওয়ানী, তাবলীগী, আনছারিস-সুন্নাহ, জাম্‌ইয়্যাহ শার’ইয়্যাহ, সালাফী, তাকফীর ওয়াল হিজরা, যেগুলি বর্তমানে মিশরে রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দলের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের কি ধরনের ভূমিকা হতে পারে? এসব দলের ক্ষেত্রে কি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্যায়ফা রাডিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রযোজ্য

১৪. সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, ৬৮০০ নং ফাতওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

১৫. সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, ৪০৯৩ নং ফাতওয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

হবে? গাছের শিকড় কামড়ে ধরে হলেও মৃত্যু অবধি তুমি উক্ত দলগুলির সবই পরিত্যাগ করে চলবে।^{১৬}

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত দলগুলির প্রত্যেকটিতে কিছু হকুও আছে, কিছু বাতিলও আছে, অনুরূপভাবে আছে কিছু ভুল-ভ্রান্তি, আবার আছে কিছু সঠিক দিক। ঐসব দলগুলির কোনো কোনটি অন্যগুলির তুলনায় হকের অধিকতর নিকটবর্তী এবং অধিকতর কল্যাণময়। সেজন্য আপনার উচিত, প্রত্যেকটি দলকে তাদের সাথে বিদ্যমান হকের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা; আর বাতিল ও ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তাদেরকে নছীহত করা। যেসব বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, সেগুলো পরিত্যাগ কর। আর যেসব বিষয়ে তোমার সন্দেহ না হয়, সেগুলো গ্রহণ কর। আল্লাহই একক তাওফীকদাতা।^{১৭}

□ **প্রশ্ন:** মুসলিমদেরকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা সত্ত্বেও কি প্রত্যেকটি মুসলিমের কোনো না কোনো ইসলামী দলে থাকা এবং সেই দলের আমীরে জামা‘আত থাকা জরুরী?

উত্তর: প্রত্যেক মুসলিমের কথা, কাজে ও বিশ্বাসে পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্যকে অনুসরণ করে চলা উচিত। অনুরূপভাবে তার কর্তব্য হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা বা তাকে ঘৃণা করা এবং কেবলমাত্র তার খুশীর জন্যই কারো সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা বা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা।^{১৮}

১৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৭।

১৭. সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, ৬২৮০ নং ফাতওয়ার চতুর্থ প্রশ্ন।

১৮. সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড, ৪১৬১ নং ফাতওয়ার প্রথম প্রশ্ন।

(৩) জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা নাহিরুদ্দীন আলবানী রহিমাল্লাহ

প্রশ্ন: হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন: তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কল্যাণ বিষয়ে প্রশ্ন করতেন, কিন্তু আমি কিসে অকল্যাণ আছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম...।^{১৯} উক্ত হাদীছ থেকে বর্তমানের ইসলামী জামা‘আতসমূহ সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত পাওয়া যায়? বর্তমান সালাফী আন্দোলনের সংগঠন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার রসূলের প্রতি। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীছটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের দলে দলে বিভক্ত হওয়া আদৌ বৈধ নয়; বরং তাদেরকে একটিমাত্র ইমারতের অধীনে এবং সে ইমারতের খলীফার তত্ত্বাবধায়নে একক জামা‘আত হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যদি কখনও এমন হয় যে, মুসলিমরা দলমত নির্বিশেষে একক খলীফার বাই‘আত করে একক জামা‘আত হয়ে থাকতে পারছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ প্রিয় কোনো মুসলিমের নির্দিষ্ট কোনো একটি দলে যোগদান করা বৈধ নয়। বিশেষ করে যখন প্রত্যেকটি দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত থাকবে আর দাবী করবে যে, তার একজন নির্দিষ্ট আমীর রয়েছে এবং ঐ আমীরের দলে দলভুক্ত সবাইকে তার কাছে বাই‘আত করতে হবে। আর যখন এ বাই‘আতকে বাই‘আতে কুবরা বা সর্ববৃহৎ বাই‘আত গণ্য করা হবে, তখন বিষয়টি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে। মনে রাখতে হবে, বাই‘আতে কুবরা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। বিষয়টি তখন আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে, যখন প্রত্যেকটি জামা‘আতের একজন করে বাই‘আত গ্রহণকারী আমীর থাকেন এবং তার অনুসারীরা উক্ত বাই‘আতের শর্তাবলী এমনভাবে মেনে চলে যে, তাদের কারো জন্য অন্য কারো মতামত গ্রহণের

বৈধতা থাকে না। আমি অন্য কোনো আমীরের কথা বললাম না, কারণ আমীর কথাটি বললে অন্ততঃ নামের ক্ষেত্রে হলেও আমরা যেন তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করলাম। সেজন্য আমি আমীর না বলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা আলেমের কথা বললাম। অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত নয় এমন কোনো ব্যক্তি বা আলেমের সাথে দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য তার মতামত গ্রহণের সুযোগ থাকে না।

অতএব, দলগুলির অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে সেগুলোতে যোগদান করা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়; বরং তাকে একাকী থাকতে হবে। তবে তার মানে এই নয় যে, তার যেসব ভাই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে আগ্রহী, সে তাদের থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ১১৭]

আর তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাক (সূরা তাওবা ৯ :১১৯)।

অর্থাৎ সত্যবাদী যেই হোক না কেন এবং যেখানেই হোক না কেন তাদের সাথে থাক। সে কারণে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীছে দলাদলির প্রত্যেকটি দলকে পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মাদীকে নিম্নোক্ত হাদীছে সুসংবাদ প্রদান করেছেন, তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি জনগোষ্ঠী হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছ এবং হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীছে স্ববিরোধী কোনো বক্তব্য নেই। কেননা হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীছে একদিকে যেমন দলাদলি করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী সত্যবাদী মুমিনদের সাথে থাকতে বলা হয়েছে এবং তাদেরকে একক কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এই একক ব্যক্তি যদি দলমত নির্বিশেষে গোটা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক বাই‘আতকৃত ইমাম হন, তাহলে তার অনুসরণ করা জরুরী।

মনে রাখতে হবে, মুসলিম উম্মাহ যদি একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির হাতে বাই‘আত করে, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। আমার ধারণা মতে, দলাদলি সৃষ্টিকারীরা যদি ভয়াবহ সেই বিষয়টি জানত, তাহলে দলাদলি থেকে পশ্চাদ্ধাবন করত এবং হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী তারা কাউকে তাদের আমীর হিসাবে গ্রহণ করত না। কারণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একই সময়ে দু’জন খলীফার বাই‘আত সংঘটিত হলে শেষের জনকে তোমরা হত্যা কর।

অতএব, সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনার জন্য একক খলীফা তৈরী পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে এবং অপেক্ষার এই সময়ে তাদের জন্য কোনক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন আমীর বা দলপ্রধান নির্ধারণ ও তার হাতে বাই‘আত বৈধ হবে না। কারণ এই বাই‘আত মুসলিমদের বিভক্তি ও দলাদলিকে আরো বৃদ্ধি করবে। আমি বিভক্তি সৃষ্টির কথা না বলে বিভক্তি বৃদ্ধির কথা বললাম একারণে যে, দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিমরা ইতোমধ্যে দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই বিভক্তির পরে প্রত্যেকটি দল যদি তাদের আলাদা আলাদা দলীয় প্রধান নির্ধারণ করে, তাহলে এই নেতৃত্ব উম্মতের মধ্যে বিভক্তি আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الانفال: ৪৬]

তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। অন্যথায়, তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হবে (সূরা আন আলফাল ৮: ৪৬)।

তবে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে তার সাধ্যানুযায়ী সর্বজন স্বীকৃত একক খলীফা তৈরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটিই হচ্ছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটির অর্থ।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার কাঁধে বাই‘আত না থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার জাহেলী মৃত্যু হবে।^{২০} দলাদলি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে বহু সংখ্যক মানুষ এ হাদীছটি ভুল বুঝে থাকে। তারা মনে করে, প্রত্যেকটি মুসলিমের কাঁধে কারো না কারো বাই‘আত অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু হাদীছটির মর্মার্থ তা নয়; বরং এর অর্থ দু’টি:

(১) সমগ্র মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা থাকলে কোনো মুসলিমের জন্য তার বাই‘আত পরিত্যাগ করে জামা‘আত থেকে পৃথক থাকা বৈধ নয়। আর এ বাই‘আত পরিত্যাগ করে কারো মৃত্যু হলে তার মৃত্যুকে জাহেলী মৃত্যু গণ্য করা হবে।

(২) যদি মুসলিমদের মধ্যে এমন খলীফা না থাকে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এমন খলীফা তৈরীর চেষ্টা করতে হবে, সবাই যার বাই‘আত করবে। এটিই হচ্ছে হাদীছের দ্বিতীয় অর্থ। হাদীছটির দ্বিতীয় এই অর্থকে কিছু ফিকহী ক্বায়েদা সমর্থন করে।

যেমন: **يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ** যা ছাড়া ওয়াজিব বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেটিও ওয়াজিব।

বুঝা গেল, মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা থাকা ওয়াজিব। এ খলীফা না থাকলে তাকে তৈরীর চেষ্টা করাও ওয়াজিব। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর এমন ইমাম না থাকলে তাদের দলে দলে বিভক্ত হয়ে থাকা ঠিক নয়। কেননা এ দলাদলি তাদের বিভক্তিকে আরো বৃদ্ধি করবে। সেজন্য আমার মতে, যারা কোনো দল বা সংগঠনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়, তাদের এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য যদি হয় সংগঠন বা দল গঠন, যেসব দলের মূলনীতি ও শর্তসমূহ অন্যান্য সংগঠনের অনেক মূলনীতি থেকে ভিন্ন, তাহলে এ হাদীছে তা থেকে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তবে মুসলিমদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এবং তদনুযায়ী আমলের জন্য তাদেরকে সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে; বরং তা অপরিহার্য

২০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪৯।

বিষয়। কেননা মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা তৈরীর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মানুষকে আগে দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলতে হবে। অন্যথায় চূড়ান্ত এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না।^{২১}

প্রশ্ন: আন্দোলনধর্মী সংঘবদ্ধ দাওয়াতী কার্যক্রম যদি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

উত্তর: বর্তমান প্রচলিত সংগঠন এবং প্রচলিত সুবিন্যস্ত দাওয়াতী কার্যক্রমে আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা সংগঠন মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে দেয়। উল্লেখ্য যে, التنظيم আত-তানযীম শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়;

প্রথমত: এটি ব্যাপক অর্থে গোপন কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত: সংক্ষিপ্ত পরিসরে এটি তাফসীর, হাদীছ, ফিকহ, আরবী ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে মুসলিমদেরকে পাঠদানের সুবিন্যস্ত বন্দোবস্তকে বুঝায়। তবে এ ধরনের প্রশ্নে সাধারণতঃ দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নয়; বরং দলাদলি সম্পর্কে জানতে চাওয়াই এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

বর্তমানে বিভিন্ন জামা‘আত ও সংগঠনের অবস্থা হচ্ছে, তারা পরস্পরে বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করছে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি রয়েছে এবং প্রত্যেকটি জামা‘আতের পৃথক পৃথক অনুসরণীয় দলপ্রধান রয়েছে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের সাথে এসব সংগঠনের কোনই সম্পর্ক নেই। এমনিতেই আমরা দলাদলির মধ্যে বসবাস করছি, এরপরে যদি আমরা আবার নতুন নতুন দল গঠন করি, তাহলে এর মানে হচ্ছে আমরা দলাদলি ও মতানৈক্যের পরিমণ্ডল আরো লম্বা করলাম। সেজন্য আমরা প্রচলিত এসব সাংগঠনিক কার্যক্রমকে সমর্থন করি না।

২১. বাই‘আত সম্পর্কে হুযায়ফা রাহিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসের ব্যাখ্যা ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত (আল আছালাহ আস-সালাফিইয়াহ রেকর্ডিং সেন্টার, জেদ্দা)।

এখানে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে বিষয়ে বিশেষ করে ভাল মনের অনেক মানুষ সজাগ নন; বর্তমান ইসলামী বিশ্বে বিপ্লব ও জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা ২০/৩০ বছর আগে ছিল না। আমার মত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষেরা বলতে পারবেন যে, আগে এসব ছিল না। বর্তমান এ জাগরণের সাথে একই ধাঁচে যুক্ত হয়েছে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান।

ইদানীং শেষোক্ত দাওয়াতের ব্যাপক সাড়া পড়েছে এবং অন্যান্য দলের লোকেরা মনে করছে, দেশ এখন সালাফী দাওয়াতের দখলে। সেকারণে প্রচলিত সালাফী দাওয়াত এখন সালাফী নাম দিয়ে বিভিন্ন দল গঠনের সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সালাফী দাওয়াত এসব দলাদলির অনেক উর্ধ্বে।

সালাফে ছালেহীন কি এমন দলাদলির সৃষ্টি করেছিলেন?! কখনই না। এসব দলাদলি তো দূরের কথা তারা এমনকি রাজনৈতিক দলাদলিতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। এসব দলাদলি ইসলাম পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)﴾ [الروم: ৩১, ৩২]

আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত (সূরা আর রুম ৩০ : ৩১-৩২)।

সত্যিকার অর্থে এটিই হচ্ছে বর্তমান দলাদলির বাস্তব চিত্র। আমার মতে, কোনো দলের সাথে সালাফী শব্দটির ব্যবহার বিদ'আতের সাথে ইসলামী শব্দটি ব্যবহারের মত। যাহোক, সালাফী দাওয়াতে বিশ্বাসীদের মন কাড়ার জন্য এখন এ শব্দটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত সালাফী দাওয়াত কখনই কোনো প্রকার দলাদলি সমর্থন করে না, যদিও বিশ্ব সেরা মানুষটিও সে দলাদলির পুরোধা হন।

কেউ দলাদলির দিকে আহ্বান করলেই বুঝতে হবে, সে সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করেছে। একদিন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি মাটির উপর সোজা একটি দাগ টেনে নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন,

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে (সূরা আল আনআম ৬ : ১৫৩)।

অতঃপর সোজা দাগটির পাশে ছোট ছোট আরো কিছু দাগ টেনে বললেন, এই সোজা দাগটিই হচ্ছে আল্লাহর পথ এবং এর দুপাশের দাগগুলি এমন পথ, যেগুলির প্রত্যেকটির শেষ প্রান্তে শয়তান রয়েছে। সে মানুষদেরকে তার দিকে ডাকছে। সরল-সোজা পথটির আশপাশের পথগুলি শুধুমাত্র প্রাচীন ছুফীদের পথ নয়; বরং আধুনিক নতুন নতুন দলগুলিও উক্ত পথের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছে বিভ্রান্ত যেসব পথের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটি আগে ভিন্ন আকীদা পোষণ করত এবং রাজনীতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমন: মুতাযিলা, মুরজিয়া ইত্যাদি। আবার সেসব দলের কোনো কোনটি সরাসরি রাজনৈতিক দল ছিল। যেমন: খারেজী মতবাদ, যার মূলনীতিই হচ্ছে মুসলিম সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ।

পরিশেষে বলব, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট ছোট যেসব পথের কথা বলেছেন, সেগুলো তার আঁকা সোজা পথের বাইরের সব পথ, মত ও পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি কেউ বলে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এসব দলের প্রয়োজন রয়েছে। জবাবে আমরা বলব, শরী‘আত বিরোধী কোনো কাজ করে কোনো প্রকার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব মুসলিমদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে ফেলছে, প্রত্যেকটি দল নিজের মূলনীতি নিয়ে খুশী থাকছে।^{২২}

২২. আল হুদা ওয়ান নূর ক্যাসেট সিরিজের ১/৩৪০ নং ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত।

□ প্রশ্ন: মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৎকাজে এবং পরহেযগারিতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে সংঘবদ্ধ দাওয়াতী কাজ-এর সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে? কেননা কেউ কেউ মনে করেন, এক্ষেত্রে অবশ্যই নেতৃত্ব এবং আনুগত্য থাকতে হবে। আর নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হল, সে স্বয়ং আমার অবাধ্য হল।

উত্তর: উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। এর অর্থ হচ্ছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত আমীরের অনুসরণ করা ওয়াজিব। প্রশ্নকারী হাদীছটিকে যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তা সঠিক নয়; বরং হাদীছটি গোটা মুসলিম উম্মাহর একক খলীফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা যেন মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা তৈরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই, যিনি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমাদেরকে পরিচালিত করবেন। যাহোক, মুসলিম উম্মাহর একক খলীফা যদি আমাদের উপরে কাউকে আমীর হিসাবে নিযুক্ত করেন, তাহলে তার অনুসরণ করা ওয়াজিব।^{২৩}

তিনি হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত ফেতনা সম্পর্কিত হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, হাদীছটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। হাদীছটিতে বর্তমান মুসলিমদের বাস্তব চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ আজ একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠিত জামা‘আত ও খলীফা নেই, অন্যদিকে তেমনি তারা চিন্তা-চেতনা, কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতির ক্ষেত্রে শতধাবিভক্ত হয়ে গেছে। হাদীছটির বক্তব্য অনুযায়ী, কোনো মুসলিম এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সে কোনো দল, জামা‘আত বা সংগঠনে যোগদান করবে না। অর্থাৎ যেহেতু এমন জামা‘আত বর্তমানে নেই, যাদের নেতৃত্বে গোটা মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক বাই‘আতকৃত একক খলীফা থাকার কথা, সেহেতু অন্য কোনো জামা‘আতে যোগ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।^{২৪}

২৩. নিম্নোক্ত লিঙ্ক থেকে ১০/১২/২০১২ তারিখে:

<http://www.facebook.com/ehab.abdelaleem.5/posts/299867513456144>

২৪. আলী ইবনে হাসান আল হালাবী, আদ দাওয়াহ ইলাল্লাহ বায়নাতে তাজাম্মুইল হিযবী ওয়াত তা‘আউন আশ শারঈ (মাকতাবাতুছ ছাহাবাহ, জেদ্দা, প্রথম প্রকাশ :১৪১২ হি) পৃষ্ঠা ৯৮।

(৪) সউদী সাবেক প্রধান মুফতী আব্দুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ

প্রশ্ন: সূদানের মুতাওয়াক্কিল ইবনে মোস্তফা নামের এক ব্যক্তি বলেন, আমাদের সূদানে একটি জামাআত আছে, যারা মানুষকে সালাফী দাওয়াত দেয়। তবে তাদের একজন প্রধান আমীর ও অনেকগুলি সাধারণ আমীর রয়েছেন এবং তারা তাদের সদস্যদেরকে প্রধান আমীরের অনুসরণ করতে বাধ্য করে। এমনকি ইজতেহাদী বিষয়েও তাদেরকে তার অনুসরণে বাধ্য করা হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: এমন সংগঠন বা দাওয়াতী কাজের এমন পদ্ধতির কোনো শারঈ ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই। প্রশ্নে ইমারত বা নেতৃত্বের যে কথাটি বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র মুসলিম সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সৎকাজে যার অনুসরণ করতে হবে, অসৎকাজে নয়। কোনো দল কর্তৃক কাউকে আমীর বানিয়ে তার অনুসরণ করা মারাত্মক ভুল। কাউকে সৎকাজে ছাড়া অনুসরণ করা যাবে না। কোনো বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলে বিবাদীয় বিষয় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।

সুতরাং বিভিন্ন জামা‘আত ও মাযহাবের অনুসারীদের উচিত বিবাদীয় যে কোনো বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া। কারো জন্য বৈধ নয় যে, সে কাউকে ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করে হকু-বাতিল সবকিছুতে তার অনুসরণ করে চলবে; বরং কুরআন ও সুন্নাহকে চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।^{২৫}

প্রশ্ন: মুতাওয়াক্কিল বলেন, বর্তমান মুসলিম দেশসমূহে বিভিন্ন জামা‘আত ও সংগঠনের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ও অমিলেরও কমতি নেই। এমনকি এক পক্ষ অপর পক্ষকে পথভ্রষ্ট ভাবতেও দ্বিধা করে না। এমতাবস্থায় উলামায়ে কেরামের ভূমিকা কি হতে পারে? হক্ব তুলে ধরার জন্য এ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা কি আপনি যথোপযুক্ত মনে করেন না? কারণ মুসলিম জাতির জন্য এসব মতভেদ ও বিভক্তির ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

উত্তর: উলামায়ে কেরামের উচিত আসল বাস্তবতা তুলে ধরা, প্রত্যেকটি জামা‘আত ও সংগঠনের সাথে আলোচনা করা এবং সবাইকে আল্লাহ নির্দেশিত ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত সরল পথে চলার নছীহত করা। যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করবে এবং ব্যক্তি স্বার্থে বা অন্য কোনো কারণে নিজের একগুঁয়েমি বজায় রাখবে, তার বিষয়টি জনগণের সামনে প্রকাশ করে দেয়া এবং তাদেরকে তার থেকে সতর্ক করা অপরিহার্য। তাহলে যারা তার সম্পর্কে জানে না, তারা তার থেকে দূরে থাকতে পারবে। ফলে সে কাউকে আল্লাহ নির্দেশিত সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।^{২৬}

প্রশ্ন: বিভ্রান্ত দলগুলির ক্ষেত্রে দাঈদের ভূমিকা বিষয়ে আপনার নছীহত কি? যেসব যুবক দ্বীনী দল হিসাবে পরিচিত বিভিন্ন দলে যোগদানের মস্ত্রে প্রভাবিত, তাদের ব্যাপারে আপনার বিশেষ নছীহত কামনা করছি।

উত্তর: আমরা আমাদের সকল ভাইকে প্রজ্ঞা, সদুপদেশ এবং সদ্ভাবে তর্কের মাধ্যমে আল্লাহর পথে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার নছীহত করছি। দাওয়াতী এই সার্বজনীন পদ্ধতি বিদ‘আতী ও বিভ্রান্ত দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি কোনো বিদআত দেখলে অবশ্যই সে সাধ্যানুযায়ী শারঈ পদ্ধতিতে তার বিরোধিতা করবে। আর দ্বীনের ভেতরে মানুষ যেসব নতুন নতুন বিষয়ের সৃষ্টি করে দ্বীনের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সেগুলোই বিদ‘আত। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি

করে, যা তার মধ্যে নেই, তা-ই প্রত্যাখ্যাত। তিনি অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যার প্রতি আমাদের নির্দেশনা নেই, তা-ই প্রত্যাখ্যাত। বিদ'আতের কিছু উদাহরণ হচ্ছে: রাফেযী মতবাদ, মুতায়িলা মতবাদ, মুরজিয়া মতবাদ, খারেজী মতবাদ, মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠান উদযাপন, কবরের উপর ঘর-বাড়ি-গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ, কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ। যাহোক, যারা বিদ'আত করবে, তাদেরকে নছীহত করতে হবে, কল্যাণের পথে তাদেরকে আহ্বান করতে হবে এবং শারঈ দলীল-প্রমাণ দিয়ে তাদের সৃষ্ট বিদ'আতের বিরোধিতা করতে হবে। সাথে সাথে তাদের অজানা হকের কথাটি তাদেরকে বিনম্রভাবে, সুন্দর পদ্ধতিতে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা শিখিয়ে দিতে হবে। তা হলে তারা হয়তো হক্ কবুল করবে।

বর্তমানে সৃষ্ট বিভিন্ন নতুন দলে যোগদানের বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এসব দলাদলি পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহর পথে পরিচালিত হওয়া সবার জন্য জরুরী। এক্ষেত্রে সবাই পরস্পরকে একনিষ্ঠভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আর এ পদ্ধতিতে তারা আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: ২২)

জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম (সূরা আল মুজাদালা ৫৮ : ২২)। তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তুলে ধরে বলেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না (সূরা আল মুজাদালা ৫৮ : ২২)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)﴾ (الذاريات: ১০-১৭)

আল্লাহভীরুরা জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তাদের পালনকর্তা যা তাদেরকে দেবেন, তারা তা গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তারা ছিল সংকর্মপরায়ণ, তারা রাতের খুব সামান্য অংশে ঘুমাত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে যাচনাকারী ও বঞ্চিতের অধিকার ছিল (সূরা আয যারিআত ৫১:১৫-১৯)।

এগুলিই হচ্ছে আল্লাহর দলের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য; তারা কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষাবলম্বন করে না। কুরআন-সুন্নাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের অনুসারীদের পথে চলা ছাড়া তারা অন্য কোনো দলে যোগদান করে না।

আল্লাহর দলের লোকেরা অন্যান্য সকল দল ও সংগঠনের লোকদেরকে নছীহত করে এবং তারা তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এবং তাদের মধ্যে বিবাদীয় বিষয়কে এতদুভয়ের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায়। তারা বলে কুরআন-সুন্নাহ উভয়ের সাথে অথবা যে কোনো একটির সাথে যা মিলে যাবে, তা-ই হক।

পক্ষান্তরে যা মিলবে না, তা পরিহার করা অপরিহার্য। এই শাস্ত্র মূলনীতি জামাআতুল ইখওয়ান, আনছারুস-সুন্নাহ, জাম্‌ইয়াহ শারইয়াহ, তাবলীগ জামাআত অথবা ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত অন্য যে কোনো দল বা সংগঠনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। উপরিউক্ত মূলনীতির মাধ্যমে সবার সংঘবদ্ধ এবং একক দলে পরিণত হওয়া সম্ভব, যে একক দল আল্লাহর দল তথা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআত-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। মনে রাখতে হবে, শরী‘আত বিরোধী বিষয়ে কোনো দল বা সংগঠনের অন্ধভক্তি দেখানো বৈধ নয়।^{২৭}

২৭. মাজমু‘ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৭/১৭৬-১৭৮।

প্রশ্ন: যুবকদের ইসলামের উপর প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য মুসলিম দেশসমূহে যেসব ইসলামী দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোকে কি ইতিবাচক গণ্য করা যাবে?

উত্তর: ইসলামী দলগুলিতে মুসলিমদের জন্য কল্যাণ আছে। তবে প্রত্যেকটি দলকে দলীলসহ হক্ প্রকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে এবং পরস্পরে বিরোধপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে হবে; বরং সবাইকে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং একে অপরকে ভালবাসতে হবে। অনুরূপভাবে একে অপরকে নছীহত করবে এবং অপরের ভাল দিকগুলি প্রচার করতে হবে, আর মন্দ দিকগুলি পরিহারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কুরআন ও হাদীছের দিকে দাওয়াত দেয়ার শর্তে এসব দল থাকতে কোনো বাধা নেই।^{২৮}

□ **প্রশ্ন:** বিভিন্ন দলে দলভুক্ত যুবকদের ব্যাপারে আপনার নছীহত কি?

উত্তর: এসব যুবকের হকের পথ তালাশ করা এবং তদনুযায়ী চলা উচিত। যেসব বিষয়ে তাদের সমস্যা হবে, সেসব বিষয়ে উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে সমাধান জেনে নিবে।

অনুরূপভাবে মুসলিমদের উপকার সাধিত হবে এমন বিষয়ে শারঈ দলীলের ভেতরে থেকে অন্যান্য দলের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা উচিত। পারস্পরিক সহযোগিতা হতে হবে সুন্দর কথা ও উত্তম পদ্ধতিতে; কঠোরতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাধ্যমে নয়।

যুবকদেরকে আমি আরো বলব, সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীগণ যেন তাদের আদর্শ হন এবং হক্ যেন তাদের দলীল হয়। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবায়ে কেরাম যে আকীদার উপর চলেছেন, তা যেন তাদের ব্রতী হয়।^{২৯}

২৮. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায, ৫/২৭২।

২৯. মাজমু' ফাতাওয়া ইবনে বায, ৫/২৭২।

(৫) আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন রহিমাহুল্লাহ

□ প্রশ্ন: সূদানে অনেকগুলি দল আছে, যেগুলির কোনো কোনো দল একজন করে দলীয় আমীর নির্ধারণ করে এবং তার অনুসরণ অপরিহার্য গণ্য করে। এ ইমারতের হুকুম কি? উল্লেখ্য যে, তারা এই ইমারতকে সফর অবস্থার ইমারতের উপর কিয়াস করে।

উত্তর: সফরের ইমারতের দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু মুকীম অবস্থায় নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের আমীর নির্বাচনের প্রমাণে কোনো দলীল পাওয়া যায় না; বরং এই ইমারত মুসলিমদের দলাদলি ও বিভক্তি অবধারিত করে দেয়। মুসলিমদের উচিত, সবাই এক হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিম্নোক্ত আয়াতটির পরিপন্থী:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [ال عمران: ১০৩]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু পাবে, সে ধৈর্য্য ধারণ করবে। কেননা যে ব্যক্তি জামা‘আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হাদীছে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলেবুলে থাকলে সমগ্র জাতি একক জাতিতে পরিণত হতে পারবে।

পক্ষান্তরে জাতি যদি রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বিরোধ করে প্রত্যেকটি দল পৃথক পৃথক অনুসরণীয় নেতা বানিয়ে নেয়, তাহলে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যারা একজনকে আমীর বানিয়ে তার হাতে বাই‘আত করে তার অনুসরণ করে, তাদের একাজ মারাত্মক ভুল প্রমাণিত হয়। শুধু তাই নয়; বরং তাদের একাজ এক দিক

বিবেচনায় যেমন বিদ‘আত, তেমনি অন্যদিক বিবেচনায় তা সরকারের বিরোধিতার শামিল।

তবে সফর অবস্থায় আমীর নির্বাচনের বিষয়টি ভিন্ন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তিনজন সফরে বের হবে, তখন তারা তাদের একজনকে আমীর বানাবে। হাদীছটিতে ইমারত বলতে বিশেষ ইমারতের কথা বলা হয়েছে।...

আমি আবারও বলছি, মুক্কীম অবস্থায় আমীর হিসাবে কারো বাই‘আত গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের মত তার অনুসরণ করা বিদ‘আত।^{৩০}

□ প্রশ্ন: ইসলামে জামা‘আতের গুরুত্ব কতটুকু? কোনো মুসলিমের নির্দিষ্ট কোনো জামা‘আতে যোগদান করা কি শর্ত?

উত্তর: ইসলামে জামা‘আত হচ্ছে দ্বীনের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জামা‘আত সম্পর্কে বলেন, আমার উম্মতের একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত এসে যাবে, তবুও তারা ঐরূপই থাকবে। হাদীছটিতে উল্লেখিত এ জামা‘আতের সাথেই সবার থাকা উচিত।

তবে দলাদলির জামা‘আত, যে হকু বা বাতিলের তোয়াক্কা না করে যে কোনো মূল্যে নিজের মতামতের বিজয় কামনা করে, সে জামা‘আতে যোগদান করা জায়েয নয়। কেননা এ ধরনের দলে যোগ দেওয়া মুসলিম জামা‘আত থেকে বের হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়ার শামিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام: ১০৭]

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫৯)। তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ১৩]

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না (সূরা আশ শূরা ৪২ : ১৩)। তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [ال عمران: ১০০]

আর তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১০৫)।

একটি কথা বলা ভাল, ইসলামী দলগুলি যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামের বিজয় চায়, তাহলে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদের শুধুমাত্র একটি দলে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যে দল রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবায়ে কেরামের পথের দল। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং একটি ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী সে দল কোন্টি? তিনি বললেন, «مَا أُنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» যে আমার এবং আমার ছাহাবার পথে থাকবে।^{৩১}

এ দলগুলি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে শত্রুতা। এমনকি একজন আরেক জনকে যম শত্রু মনে করে; অথচ তারা সবাই মুসলিম এবং সবাই তার নিজের দ্বারা ইসলামের বিজয় কামনা করে। কিন্তু এত বিরোধ আর বিভক্তি নিয়ে ইসলামের বিজয় কি করে সম্ভব! যাহোক, আমি আমার ভাইদের প্রতি হকের উপর এক হয়ে যাওয়ার এবং কুরআন ও আল্লাহর দিকে ফিরে যেয়ে বিরোধের সমস্ত দিক পরিহার করার আহ্বান জানাই।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম যুবকেরা আজ এ বিভক্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা একেক জন একেক দলে যোগ দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি ও নিন্দা করে, যা মুসলিম যুবকদের জাগরণে চরম বাধা। যাহোক, আমি আবারও মুসলিমদেরকে দলাদলি পরিহার করার নছীহত করছি। আমি মনে করি, গোটা মুসলিম উম্মাহকে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক হয়ে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকটি দল অন্যান্য দলের বিপরীতে নতুন নাম দিয়ে আরেকটি দল গঠন করা উচিত নয়।^{৩২}

তিনি হিন্দিয়াতু তুলিবিল ইল্ম পুস্তিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দলীয় ভিত্তির উপর কোনো প্রকার মিত্রতা ও শত্রুতা চলবে না শিরোনামের মধ্যে বলেন, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, দ্বীনী শিক্ষার প্রত্যেকটি শিক্ষানবিশকে সর্বপ্রকার দলাদলিমুক্ত থাকতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো দলের উপর ভিত্তি করে মিত্রতা বা বৈরীতা গড়ে তোলা যাবে না। মনে রাখতে হবে, নিঃসন্দেহে এটি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি বিরোধী। সালাফে ছালেহীনের নিকট কোনো প্রকার দলাদলি ছিল না, তারা সবাই একটিমাত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা সবাই নিম্নোক্ত আয়াতের ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,

﴿هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ৭৮]

তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম (সূরা আল হাজ্জ ২২ : ৭৮)।

অতএব, কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের বাইরে অন্য কোনো কিছু উপর ভিত্তি করে দলাদলি, মিত্রতা ও বৈরীতা চলবে না। দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি দলের সাথে জড়িত, ফলে সে ঐ দলের মূলনীতি সমর্থন করে চলে এবং তার সমর্থনের পক্ষে এমন কিছু দলীল পেশ করে, যা কখনই তার পক্ষে নয়; বরং তার বিপক্ষের দলীল হতে পারে। দলীয় কর্মপদ্ধতি ও মূলনীতি সমর্থন না করার কারণে এমনকি তার নিকটতম মানুষটিকেও পথভ্রষ্ট গণ্য করতে সে ইতস্তত বোধ করে না। সে বলে, তুমি আমার পথে না চললে তুমি আমার বিরোধী।

অতএব, ইসলামে কোনো প্রকার দলাদলি চলবে না। মুসলিমদের দলাদলির কারণে আজ বিভিন্ন পথের জন্ম হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ তারা পরস্পরকে পথভ্রষ্ট গণ্য করছে এবং তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করছে।^{৩৩}

□ প্রশ্ন: কুরআন ও হাদীছের কোথাও কি দল সৃষ্টির প্রমাণ মিলে?

উত্তর: কুরআন ও হাদীছে দল তৈরীর প্রমাণ মिला তো দূরের কথা; বরং এতদুভয়ে দলাদলির কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام: ১০৭]

নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের আমলের হিসাব দিয়ে দিবেন (সূরা আন আন ৬:১৫৯)। তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ৫৩]

৩৩. আত তালীকু আছ-ছামীন আলা শারহে ইবনে উসাইমীন লিহিল্‌ইয়াতি তুলিবীল ইলম পৃষ্ঠা ৪০৬-৪০৮।

প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত (আল-মুমিনুন ২৩: ৫৩)।

নিঃসন্দেহে এসব দলাদলি আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী। তিনি এরশাদ করেন,

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الانبیاء: ৭২]

তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, আমারই ইবাদত কর (আল-আম্বিয়া ২১: ৯২)।

এসব দলাদলির ফলাফলও কল্যাণকর নয়। কেননা প্রত্যেকটি দল অপর পক্ষকে নানাভাবে গালাগালি করে থাকে।

□ প্রশ্ন: কেউ কেউ বলে, কোনো দল বা সংগঠনের অধীনে না থাকলে দাওয়াতী কার্যক্রম শক্তিশালী হয় না। এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

উত্তর: এ ধারণা সঠিক নয়: বরং কুরআন ও হাদীছের অধীনে থেকে এবং নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চার খলীফার নীতি অনুসরণ করে চললে দাওয়াতী কার্যক্রম আরো বেশী বেগবান হবে।

□ প্রশ্ন: বর্তমান ইসলামী বিশ্বে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বহু দল ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বান করছে এবং প্রত্যেকেই বলছে, আমি সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি অনুসরণ করে চলছি এবং আমার সাথেই রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ। এক্ষেত্রে, এসব দল সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা কি হবে? এসব দলের আমীরগণের মধ্যে যে কোনো একজনের হাতে বাই‘আত করার বিধান কি?

উত্তর: যেসব দল দাবী করছে যে, তারা হক্কের উপরে আছে, তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করা খুবই সহজ। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, হক্ক কাকে বলে?

জবাব, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত বক্তব্যই হচ্ছে হক্ক। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মুমিন, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করলে তার যাবতীয় দ্বন্দ্ব নিরসন হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, কোনো কিছুই তার উপকারে আসবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ [النساء: ৫৭]

অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।

সুতরাং এসব জামা‘আতের লোকজনদের আমরা বলব, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে যাও; প্রত্যেকেই তার প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে দাও এবং কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরার পাকাপোক্ত নিয়্যত কর।

...তবে রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশের সরকার ছাড়া অন্য কারো হাতে বাই‘আত করা বৈধ নয়। কেননা আমরা যদি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বাই‘আতের কথা বলি, তাহলে মুসলিম উম্মাহ বিভক্ত হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকটি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শত শত আমীর সৃষ্টি হবে। মূলত: এটিই হচ্ছে বিভক্তি।

কোনো দেশে ইসলামী বিধান চালু থাকলে, সেখানে অন্য কারো হাতে বাই‘আত জায়েয নেই।

তবে কোনো দেশের সরকার যদি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করে, তাহলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে: সরকারের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড

১. কখনো কুফরী হতে পারে বা
২. কখনো যুলম হতে পারে বা
৩. আবার কখনো ফাসেকীও হতে পারে।

কুরআন-হাদীছের আলোকে যখন স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, কোনো দেশের সরকার স্পষ্ট কুফরীতে অনড় রয়েছে, তাহলে আমাদেরকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক

চেপ্টা করতে হবে। তবে তার মোকাবেলায় নামা যাবে না এবং শক্তি প্রয়োগ করে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে তা হবে শরী‘আত ও হিকমত পরিপন্থী। আর সে কারণে মক্কায় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কেননা সে সময় তার এমন কোনো শক্তি ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে মক্কা থেকে বের দিতে পারবেন বা তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন। সুতরাং সরকারের অস্ত্র-শস্ত্রের তুলনায় যাদের কোনো অস্ত্র নেই বললেই চলে এবং যাদের সংখ্যা নিতান্তই কম, তাদের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাওয়া হিকমত পরিপন্থী বৈ কিছুই নয়।

...সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার জন্য হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; আর তা হচ্ছে,

- (১) ব্যক্তিকে নিজেই সরকারের কুফরীর বিষয়টি স্বচক্ষে দেখতে হবে, অন্যের কাছ থেকে শুনলে চলবে না। কারণ অনেক সময় মিথ্যা প্রচার করা হয়।
- (২) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, তার ভেতরে কুফরী অবশ্যই থাকতে হবে; ফাসেকী নয়। সে যদি বড় ধরনের ফাসেকীও করে বসে, তথাপিও তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি সে যেনা করে বা মদ পান করে অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামা যাবে না। তবে সে যদি কারো রক্ত হালাল মনে করে তাকে হত্যা করে, তাহলে সেক্ষেত্রে হুকুম আলাদা হবে।
- (৩) হাদীছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা বলা হয়েছে; তা হচ্ছে, সরকারের কুফরী স্পষ্ট হতে হবে, যেখানে কোনো প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ থাকবে না।
- (৪) আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সরকারের কুফরীর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল থাকতে হবে, এখানে কিয়াসী দলীল চলবে না। এই হচ্ছে চারটি শর্ত।
- (৫) সরকারের বিপক্ষে মাঠে নামার পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, শক্তি ও সামর্থ্য থাকা। শেষোক্ত এই শর্তটি যে কোনো ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ২৮৬]

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না (সূরা আল বাকারা ২: ২৮৬) / তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ১৬]

তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:১৬) /

এক্ষণে, যেসব ভাই তাদের দৃষ্টিতে তাদের ইসলামী সরকার নেই মনে করে বিভিন্ন দল গঠন করে প্রত্যেকটি দলের একজন করে আমীর নির্ধারণ করতে চায়, আমি তাদেরকে বলব, এটি তোমাদের মারাত্মক ভুল, প্রত্যেকটি দলের আলাদা আলাদা আমীর বানিয়ে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে দেয়া তোমাদের জন্য আদৌ বৈধ নয়। বরং যে সরকারকে হটানোর সবগুলি শর্ত পাওয়া যায়, তাকে হটানোর জন্য তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা করতে হবে।^{৩৪}

৩৪. মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উসাইমীন, লিক্বাআতু বাবিল মাফতুহ, ২/১৪১-১৪৩।

(৬) সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শাইখ ছালেহ আল-ফাওয়ান রহিমাহুল্লাহ

শাইখ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ১২৫]

আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে দাওয়াত দিন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে এবং উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে (সূরা আন নাহল ১৬ : ১২৫)।

তবে মুসলিমদের পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং অন্যকে হক্ মনে না করে শুধুমাত্র নিজেকে হক্ মনে করা দাওয়াতের কোনো পদ্ধতি ও মূলনীতি হতে পারে না। যদিও বর্তমানে বিভিন্ন দলের বাস্তব চিত্র তা-ই। যাহোক, যে মুসলিমের জ্ঞান ও সামর্থ্য আছে, তার উপর কর্তব্য হচ্ছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান সহকারে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং অন্যদেরকে সহযোগিতা করা। তবে যেন এমন না হয় যে, প্রত্যেকটি জামা‘আতের নিজেদের জন্য আলাদা নিয়মনীতি নির্দিষ্ট করে নেয়, যা অন্য জামা‘আতের বিরোধী। বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য উচিত একটিমাত্র নিয়মনীতি থাকা, সবাই পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে চলা। বিভিন্ন দল এবং ভিন্ন ভিন্ন পথ ও মত সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলি মুসলিম ঐক্য ধ্বংস করে এবং মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, যেমনটি মুসলিম ও অমুসলিম দেশে বিভিন্ন দলের মধ্যে আজ এই বাস্তব চিত্র দেখা যাচ্ছে। সুতরাং দাওয়াতী ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করার কোনো প্রয়োজনই নেই; বরং এক্ষেত্রে জরুরী বিষয় হচ্ছে, যার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আছে, সে একাকী হলেও মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিবে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে থাকলেও দাঈদের দাওয়াতী মূলনীতি এক এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।^{৩৫}

(৭) সউদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়খ বকর আবু যায়েদ রহিমাহুল্লাহ^{৩৬}

তিনি বাই‘আত সম্পর্কে বলেন, আহলুল হাল্ ওয়াল আক্বদ^{৩৭} কর্তৃক মনোনীত মুসলিম সরকারের বাই‘আত ছাড়া ইসলামে দ্বিতীয় কোনো বাই‘আত নেই। আজ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দলে যেসব বাই‘আত দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। কুরআন ও হাদীছে এগুলির ভিত্তি থাকা তো দূরের কথা, এমনকি কোনো ছাহাবী বা তাবেঈর আমল থেকেও এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ মিলে না। সুতরাং এগুলির সবই বিদ‘আতী বাই‘আত আর প্রত্যেকটি বিদ‘আতই পথভ্রষ্ট।

যেসব বাই‘আতের শারঈ কোনো ভিত্তি নেই, সেগুলো ভঙ্গ করলে কোনো দোষ নেই; বরং সেসব বাই‘আত সম্পন্ন হলেই পাপ হবে। কেননা এসব বাই‘আতের একদিকে যেমন শারঈ কোনো ভিত্তি নেই, অন্যদিকে তেমনি সেগুলোর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। উপরন্তু একজনকে আরেক জনের উপর ক্ষেপিয়ে তোলা হয়।

৩৬. শায়খবকর আবুযায়েদরহি. ১৩৬৫ হিজরীতেআজদএলাকায়জন্মগ্রহণ করেন। রিয়াদ, মক্কা ও মদীনায়তিনিশিক্ষা অর্জন করেন।তারশিক্ষকবৃন্দের মধ্যে- শায়খইবনেবায রহি., শায়খমুহাম্মাদ আলআমীনআশশানক্বীতী রহি. প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।তিনি মদীনারউচ্চ বিচারালয়েরবিচারপতিনিযুক্ত হনএবং মসজিদে নববীরশিক্ষক, ইমামও খত্বীবের দায়িত্ব পান।১৪১২ হিজরীতেসউদীআরবেরউচ্চ উলামাপরিষদএবং ফক্বওয়বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হন।

৩৭. ‘আহলুলহাল্ ওয়াল আক্বদ’ পরিভাষাটিতিন শ্রেণীর মানুষকেশামিলকরেঃ উলামায়েকেরাম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজেরগণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (আব্দুল্লাহ ইবরাহীম আহলুলহাল্লি ওয়াল-আক্বদ : ছিফাতুহুমওয়া ওয়াযায়েফুহুম পৃ ১৬৪)।

অতএব বাই‘আত, শপথ, চুক্তি বা অন্য যে নামই দেয়া হোক না কেন এসব বাই‘আত শরী‘আতের গণ্ডির বাইরে।^{৩৮}

তিনি অন্যত্র বলেন, দল বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, একই দেশে অনেকগুলি দল পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলির অন্তরালে রয়েছে অসংখ্য বাই‘আত, চুক্তি আর শপথ।

প্রত্যেকটি দল অন্যদের তোয়াক্কা না করে তার নিজস্ব মতবাদের দিকে আহ্বান করছে। সে কারণে তাদের মধ্যে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষিত মুসলিম জামাআতের শাস্ত্রত মূলনীতি আমি এবং আমার ছাহাবীরা যে পথে আছে বিনষ্ট হচ্ছে।

এভাবে মুসলিম উম্মাহ আজ বিভিন্ন বাই‘আতের খপ্পরে পড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যুবকেরা আজ গোলক-ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে যে, কোন্ দলে তারা যোগ দিবে, কোন্ সংগঠন প্রধানের হাতেইবা বাই‘আত করবে? কারণ বাই‘আত এমন শপথ ও অঙ্গীকার, যা অলা ও বারা অর্থাৎ শত্রুতা ও মিত্রতা পোষণ অবধারিত করে।^{৩৯}

তিনি অন্যত্র বলেন, ইসলামে কোনো প্রকার যোজন বা বিয়োজন ঘটিয়ে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো নামে বা রসম-রেওয়াজে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কোনো দলের অধীনে থেকে অন্যদেরকে বাদ দিয়ে কিছু সংখ্যক মানুষের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলাও বৈধ নয়। সেজন্য রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শেখানো পদ্ধতিতে জামা‘আতুল মুসলিমীন^{৪০}-এর সাথে থাকতে

৩৮. আব্দুল্লাহ আততামীমী মুহাযযাবুহুকমিলইনতিমইলালফিরাকু ওয়ালআহযাব ওয়াল জামাআতআলইসলামিইয়াহু পৃ ৯৭ (মূলগ্রন্থটি শায়খবকর আব্বায়েদের।

৩৯. প্রাগুক্ত , পৃ ৯৬।

৪০. এখানে জামাআতুল মুসলিমীন বলতে জামাআতুল মুসলিমীন নামধারী ভূঁইফোড় সংকীর্ণ কোন সংগঠনের কথা বুঝানো হয়নি। বরং ছাহাবায়েকেরাম তাবেঈন এবং ক্রিয়ামত পর্যন্ত তাদের পথের যথাযথ অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে ও বাইদুল্লাহ মুবারকপুরী মির আতুল মাফাতী হুশার হুশি কাতিল মাছাবীহ ১/২৭৮)।

হবে। অতএব, আল্লাহর কিছু নির্দেশনা বাদ দিয়ে কিছু নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কোনো দল প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্যদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজ দলের সমর্থকদের সাথে মিত্রতা পোষণের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোনো দল প্রতিষ্ঠিত হলে, কোনো দেশের অধিবাসীরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মূলনীতি তথা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিরোধিতায় ভিন্ন কোনো নামে কোনো দল গড়ে উঠলে এগুলি হারাম বলে বিবেচিত হবে।^{৪১}

আল্লামা বকর আবু যায়েদ দলাদলির অনেকগুলি লক্ষণ এবং ক্ষতির দিক উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হলো:

- বিভিন্ন ইসলামী দলকে বাহ্যত: দাওয়াতী সুসংগঠিত মাধ্যম মনে হলেও বেশীর ক্ষেত্রে সেগুলো মুসলিম উম্মাহর দেহে অদ্ভূত এক আকৃতিতে পরিণত হয়েছে। তাদের সবার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে, রয়েছে দ্বীনী কার্যক্রমের নির্দিষ্ট কেন্দ্র, যেসব কেন্দ্র অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৎওয়া জারী করছে। অন্যদিকে এসব দল কখনো কখনো ব্যক্তিগত ক্ষমতা জোরদারেরও চেষ্টা করছে। এছাড়া সম্পদ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন ক্ষমতার মসনদ দখলের বিষয়টিতো রয়েছেই।
- দলাদলি করলে ইসলামকে নির্দিষ্ট একটি পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে দলের লোকজন শুধুমাত্র দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই ইসলামকে দেখে। আর যে কোনো দল নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট নেতৃত্ব এবং নির্দিষ্ট মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সে কারণে যে কোনো দল সাধারণত নবুঅতী আলোর খুব সামান্য পরিমাণই ধারণ করে থাকে।
- যে কোনো দল নিজেকে নির্দিষ্ট কোড, সংকীর্ণ নাম ও উপনামের মধ্যে বন্দী করে ফেলে। ফলে সে নির্দিষ্ট প্রতীক নিয়ে সবার চেয়ে ব্যতিক্রম থাকতে চায়। সে কারণে সে নীচের আয়াতে কারীমায় বর্ণিত ব্যাপক অর্থবোধক নাম থেকে বঞ্চিত হয়:

﴿هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ৭৮]

তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম (সূরা আল হাজ্জ ২২:৭৮)।

- দলাদলি দলের অভিমতের প্রতি আত্মসমর্পণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অভিমত প্রচার-প্রসারে ব্রতী হয়। পাশাপাশি দলাদলি দলের সমালোচনার পথ বন্ধ করে দেয়। এই কঠিন বাস্তবতা ইসলামী দাওয়াতের পরিপন্থী।
- দলাদলিতে নেতৃত্ব দলীয় চিন্তা-চেতনা, কর্মপদ্ধতি এবং মূলনীতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে দলাদলি দলীয় লোকজনকে মূল লক্ষ্য দাওয়াতী কার্যক্রমের সৈনিক না বানিয়ে নেতৃত্বের সৈনিক বানায়। সেকারণে দলাদলি ব্যক্তির সেবা করে, দাওয়াতের নয়।
- বিভিন্ন দল আল্লাহ্র রাস্তায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেড়ী পরে ফেলে। সেকারণে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে দাঙ্গকে দলীয় কার্ড বহন করতে হয়। দলীয় কার্ড না থাকলে অন্ততঃ তাকে দলের সদস্য হতে হয়। অথচ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহ্র পথের দাঙ্গ হওয়ার জন্য ইসলাম দাঙ্গকে দুই কালিমার সাক্ষ্য প্রদান এবং ইসলাম প্রচারকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। দলাদলির গণ্ডিতে প্রবেশের কোনো শর্তই ইসলাম আরোপ করেনি; বরং সকল দলাদলির উর্ধ্বে থাকতে বলা হয়েছে।
- দলাদলি মুসলিম উম্মাহ্র যুবকদের অন্তরে দলীয় চিন্তাধারা এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের মধ্যকার সুদৃঢ় সম্পর্কের অবান্তর চিন্তার বীজ বপন করেছে। অর্থাৎ দল ছাড়া দাওয়াতী কার্যক্রম সম্ভব নয় মর্মে একটি বিশ্বাস তাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছে।

এক্ষণে একটি প্রশ্ন রয়ে যায়, যার কোনো জবাব নেই; প্রশ্নটি হচ্ছে, একজন মুসলিম কোন্ দলে যোগ দিবে? এখানে আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায়, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত তরীকায় এবং ইসলামের ব্যাপক অর্থ বোধক পদ্ধতিতে

আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া কি বেশী ভাল নাকি দলীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে দলের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা বেশী উত্তম?^{৪২}

৪২. প্রাগুক্ত , পৃ ৮০-৮৭।

(৮) ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুক্বিল ইবনে হাদী আল- ওয়াদেঈ রহিমাল্লাহ^{৪৩}

□ প্রশ্ন: দিনে দিনে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা কর্ম পদ্ধতি, দাওয়াতী মূলনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী। আর হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হক্ক জামা‘আত হবে একটিই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দল ও সংগঠনের হুকুম কি?

উত্তর: এসব দল ও সংগঠনের ব্যাপারে শরী‘আতের হুকুম হচ্ছে, এগুলি হারাম এবং বিদ‘আত। সেজন্য এগুলি থেকে দূরে থেকে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া একজন মুসলিমের কর্তব্য। তবে কেউ যেন কিছুতেই ধারণা না করে যে, আমরা কোনো মুসলিমকে ইসলামের জন্য একাকী কাজ করতে বলছি; বরং আমরা একজন মুসলিমকে আরব-অনারব, সাদা-কালো সকল মুসলিমের সাথে কাজ করতে বলছি। কারণ দলবদ্ধভাবে কাজ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ২)

সংকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না (সূরা আল মায়িদা ৫:২)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পারস্পরিক ভালবাসা, দয়াদ্রুতা এবং সহানুভূতিশীলতার ক্ষেত্রে গোটা মুমিন সম্প্রদায় একটি দেহের মত। দেহের একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে তার জন্য পুরো দেহ ব্যথা অনুভব করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

৪৩. শায়খ মুক্বিল ইয়েমেনের রাস্তামাজ নগরীর ওয়াদেআহ এলাকায় ১৩৫০ হিজরীর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়েমেন নাজদ মক্কা ও মদীনা যশিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অন্যতম। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. রিয়াযুল জাম্মাহ ফির-রাদি আলাআদাইস-সুন্নাহ, ২. আশশাফাআহ ৩. ক্বম্ উল মুআনেদওয়া যায্জুল হাক্কৈদিল হাসেদ ৪. ফাযায়েহ ওয়া নাছায়েহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ যদি তাদের দাওয়াতী দায়িত্ব যথারীতি পালন করে, তাহলে এতসব দলাদলি পানিতে লবণ গলে যাওয়ার মত গলে যাবে। কেননা এসব দলাদলি ধোঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত।^{৪৪}

□ প্রশ্ন: দাওয়াতের মহান উদ্দেশ্যে মুক্কীম অবস্থায় কাউকে আমীর বানানোর ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: মুক্কীম অবস্থায় মুসলিম খলীফা বা তার নিযুক্ত আমীর ও গভর্ণর ছাড়া অন্য কাউকে আমীর বানানো প্রমাণিত নয়। কিন্তু বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে; ফলে তিন জনের একটি গ্রুপ থাকলে তাদেরও একজন আমীরুল মুমিনীন সেজে বসে থাকছে। নিঃসন্দেহে এটি বিদ‘আত, যা মুসলিম ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে।^{৪৫}

□ প্রশ্ন: বর্তমান যুব সমাজে ব্যাপক আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, তারা বলছে, কেউ কেউ বাই‘আতকে বৈধ মনে করে, আবার কেউ কেউ বৈধ মনে করে না। এক্ষেণে প্রশ্ন হচ্ছে, বাই‘আত কি? বাই‘আতের শর্ত কি? আমাদের কি কারো হাতে বাই‘আত গ্রহণ জরুরী?

উত্তর: কুরাইশ বংশের কোনো ব্যক্তিকে আহলুল হাল্ ওয়াল আক্বদ নির্বাচন করলে অথবা তিনি নিজে খলীফা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার হাতে বাই‘আত করা ওয়াজিব। কুরাইশ বংশের বাইরে যদি কেউ খলীফা হয়ে জনগণের কাছ থেকে বাই‘আত তলব করে, তাহলে তার হাতেও বাই‘আত করতে হবে।

তবে যেসব দল ও সংগঠন মুসলিমদেরকে বিভক্ত করেছে, তাদের ঐক্য ও শক্তি বিনষ্ট করেছে, তাদের বাই‘আত গ্রহণতো দূরের কথা, বরং তাদের এ দলাদলির বিরোধিতা করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি, মুসলিমদেরকে দলে দলে বিভক্ত

৪৪. মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ ক্বম্ উল মু‘আনেদওয়া যায্জুলহাক্কৈদিল হাসেদ পৃ ৩৫৫-৩৮৪ (দারুলহাদীছ দাম্মাজ, প্রথম প্রিন্ট : ১৪১৩/১৯৯৩)।

৪৫. প্রাপ্ত , পৃ ৫২৯-৫৩২।

করা বর্তমান সময়ের একটি নিকৃষ্ট বিদ'আত। সেকারণে তাদের বাই'আতও বিদ'আত।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বাই'আতের প্রশংসা করেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ১০]

যারা আপনার কাছে বাই'আত করে, তারা তো আল্লাহর কাছেই বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর (সূরা আল ফাতহ ৪৮:১০)।

তাহলে আপনারা কিভাবে বাই'আতকে বিদ'আত বলছেন?

জবাবে বলব, উক্ত আয়াতে উল্লেখিত বাই'আত নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশ বংশের খলীফার জন্য নির্দিষ্ট।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কাঁধে বাই'আত না থাকা অবস্থায় মারা যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহেলী মৃত্যু।

উক্ত হাদীছে উল্লেখিত বাই'আতও কুরাইশ বংশের খলীফা বা ক্ষমতায় চলে আসা অন্য যে কোনো খলীফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অন্য বংশের কেউ ক্ষমতায় চলে আসলে যদি তার বাই'আত গ্রহণ না করা হয়, তাহলে মুসলিমদের রক্তের হেফাযত সম্ভব হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মানুষকে এসব বাই'আতের দাওয়াত দেয়, তার বিরোধিতা করতে হবে; যে বাই'আত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, তার বিরোধিতা নয়।

যদি কেউ বলে, নিম্নোক্ত হাদীছে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাই'আতের কথা বলেছেন, যখন তিন জন সফরে বের হবে, তখন তারা তাদের একজনকে আমীর বানাবে। জবাব হচ্ছে, এ বাই'আত সফর অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট।

...সেকারণে বিভিন্ন জামা'আতের আমীরদের বাই'আত বর্তমান যুগের একটি অন্যতম বিদ'আত।

প্রখ্যাত তাবৈঈ সাঈঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাল্লাহকে যখন প্রহার করা হয়েছিল, বিখ্যাত ছাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাঈিয়াল্লাহু আনহুকে যখন হাজ্জাজ অপমান করতে চেয়েছিল, ইমাম মালেক রহিমাল্লাহকে যখন প্রহার করা হয়েছিল, ইমাম শাফেঈ রহিমাল্লাহকে যখন লোহার বেড়ী পরিয়ে হাযির করা হয়েছিল, ইমাম বুখারী রহিমাল্লাহকে যখন নিশাপুর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, তখন বাই‘আত কোথায় ছিল?

এভাবে আমাদের মুসলিম উম্মাহর স্নামধন্য বহু আলেমে দ্বীনকে প্রহার করা হয়েছিল, তাদেরকে জেল-যুলম ভোগ করতে হয়েছিল এবং তাদেরকে নানাভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা মানুষকে বাই‘আতের দাওয়াত দেননি। অতএব, এসব বাই‘আত বর্তমান যুগের বিদ‘আত ছাড়া আর কিছুই নয়।^{৪৬}

৪৬. মুক্ববিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদেঈ ফাযায়েহুওয়া নাছায়েহু পৃ ৬৭-৬৯ (দারুল হারামাইন কায়রো, প্রথম প্রিন্ট : ১৪১৯/১৯৯৯)।

(৯) সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ আদনান ইবনে মুহাম্মাদ আল-আরউর রহিমাহুল্লাহ^{৪৭}

বৈধ ঐক্যবদ্ধতা এবং নিষিদ্ধ দলাদলির মধ্যে পার্থক্য: যেহেতু পারস্পরিক সহযোগিতা শরী‘আতে বৈধ; বরং ওয়াজিব। আর পারস্পরিক এ সহযোগিতার জন্য কখনো কখনো দলবদ্ধ হওয়ার এবং দলবদ্ধ লোকগুলিকে পরিচালনার প্রয়োজন পড়ে, সেহেতু এ বিষয়টি নিয়ে অনেকেই মধ্যে তালগোল পাকিয়েছে। ফলে তারা বৈধ ঐক্যবদ্ধতা এবং নিষিদ্ধ দলাদলিকে একাকার করেছে। তারা নিষিদ্ধ দলাদলির বৈধতা প্রমাণ করতে গিয়ে বৈধ ঐক্যবদ্ধতার পক্ষের দলীলগুলিকে পেশ করেছে। যেমন: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ১২২]

তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য কেন বের হলো না, যাতে তারা (আল্লাহ্র আযাব থেকে) বেঁচে থাকতে পারে (সূরা আত তাওবা ৯:১২২)। তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [ال عمران: ১০৪]

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে (সূরা আলে ইমরান ৩:১০৪)।

৪৭. শায়খ আদনান সিরিয়ার হামানগরীতে ৩৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন শায়খ ইবনে বায, শায়খ আলবানী শায়খ মুহাম্মাদ হামেদ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের নিকট তি নিশিক্ষা অর্জন করেন।

বস্তুত এসব দলীল কস্মিনকালেও দলাদলি বৈধ করে না; বরং সংকাজ ও কল্যাণের ব্যাপারে দলবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি প্রমাণ করে। মনে রাখতে হবে, নতুন নতুন দল ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, যেগুলির রয়েছে বিশেষ নিয়ম-শৃংখলা, বিশেষ সভা-সম্মেলন এবং নিজস্ব নানান সব সিদ্ধান্ত আর তাদের ও অন্য মুসলিমদের মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধকতার নানা দেওয়াল; সেগুলোর মধ্যে এবং সংকাজের ব্যাপারে সংঘবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে ঢের তফাৎ। কারণ বৈধ ঐক্যবদ্ধতা বিশেষ কোনো নিয়ম-শৃংখলার মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম থেকে আলাদা হয়ে যায় না এবং জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। নীচে বৈধ ঐক্যবদ্ধতা এবং নিষিদ্ধ দলাদলির মধ্যে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

প্রথম পার্থক্য: বৈধ ঐক্যবদ্ধতার পক্ষের লোকজনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে দলীল, যে কোনো বিষয়ে সবকিছুর উপর দলীলটাই তাদের কাছে প্রাধান্য পায়। পক্ষান্তরে, নিষিদ্ধ দলাদলির ক্ষেত্রে দল বা দলপ্রধানের অন্ধভক্তিই মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসব দলের লোকজনদের নিকট শারঈ দলীল এবং দল ও দলপ্রধানের নির্দেশনা একাকার হয়ে যায়। সেজন্য দলীয় নির্দেশনা বিনষ্ট এবং দলপ্রধানের গোঁমর ফাঁস হওয়ার ভয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য এবং সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি প্রত্যাখ্যান করে চলে।

দ্বিতীয় পার্থক্য: বৈধ ঐক্যবদ্ধতা শরী'আতের মূলনীতির নিরীখে গোটা মুমিন সম্প্রদায়ের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এই ঐক্যবদ্ধতা মুমিনদের মাঝে কোনো প্রকার বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে, অন্যান্য মুমিনদের বাদ দিয়ে দলাদলির লোকদের নিজেদের মধ্যে এক বিশেষ সম্প্রীতি গড়ে উঠে। শুধু তাই নয়; বরং তারা দলাদলিকেই আন্তরিকতা সৃষ্টি এবং শত্রুতা পোষণের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে। সেজন্য তাদের নিকটে মুমিনরা পরস্পরে মিত্র না হয়ে দলের লোকজন হয় পরস্পরের মিত্র।

তৃতীয় পার্থক্য: বৈধ ঐক্যবদ্ধতার কারণে তাদের মধ্যে এবং অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার দেয়াল রচিত হয় না; বরং এই ঐক্যবদ্ধতার মহান উদ্দেশ্যই হচ্ছে সুবিন্যস্তভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা। পক্ষান্তরে, নিষিদ্ধ দলাদলির ক্ষেত্রে দলের লোকজনদের মধ্যে এবং অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে রচিত হয় পার্থক্যের দেয়াল ও সীমারেখা। সেজন্য তাদের সাথে কাজ করতে চাইলে অনুমতি ছাড়া সম্ভব হয় না। আবার তাদের দল থেকে বের হয়ে আসতে চাইলেও অনুমতি নিতে হয়, অন্যথায় বহিষ্কৃত হয়ে চলে আসতে হয়।

চতুর্থ পার্থক্য: বৈধ ঐক্যবদ্ধতা নির্দিষ্ট জরুরী কোনো প্রয়োজনের তাকীদে হয়ে থাকে। যেমন: মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মসজিদ নির্মাণ, কূপ খনন, মুসলিমদের বিশেষ তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, নিষিদ্ধ দলাদলির ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের দলকে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মনে করে। সে আরো মনে করে, তার দল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মুখাপেক্ষীহীন।

পঞ্চম পার্থক্য: মুসলিমদের বিশেষ কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতাস্বরূপ বৈধ ঐক্যবদ্ধতা হয়ে থাকে। সেজন্য এই ঐক্যবদ্ধ লোকগুলি পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হয়ে থাকে। তারা একে অন্যকে সাহায্য করে এবং একে অন্যের দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে; ঠিক যেমনটি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনরা নির্মিত ভবনের মত, যার একাংশ অন্য অংশের সাথে শক্তভাবে গাঁথা। পক্ষান্তরে দলাদলির লোকেরা পরস্পর সহযোগী না হয়ে বিবদমান হয়, সহানুভূতিশীল না হয়ে হানাহানিতে মত্ত থাকে। এসব দল যেন পরস্পর সতীনের মত।

ষষ্ঠ পার্থক্য: বৈধ ঐক্যবদ্ধতার লোকগুলি অন্যদের বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করে না; বরং তারা মুসলিম উম্মাহরই অংশ এবং মুসলিম উম্মাহর খেদমতেই নিয়োজিত।

পক্ষান্তরে, দলীয় লোকেরা অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু নিজেদেরকে উম্মত মনে করে। কোনো কোন দলের লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহ মনে না করে মুসলিমদের

একটি জামা‘আত মনে করলেও তারা নিজেদেরকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাবে। তবে যেসব দলের লোকেরা নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহ মনে করে, তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্ট এবং তাদের এহেন বিশ্বাস ভয়ানক বিপদই বটে।

সপ্তম পার্থক্য: সর্বদা বৈধ ঐক্যবদ্ধতার লোকজনদের প্রত্যাভর্তনস্থল হয় কুরআন-সুন্নাহ, সালাফে ছালেহীনের সরল পথ হয় তাদের পথ এবং শরী‘আতের বিজ্ঞ আলেমগণ যেখানকারই হোক না কেন তারাই হন তাদের নেতা। পক্ষান্তরে, নিষিদ্ধ দলাদলির লোকদের ক্ষেত্রে দলাদলিই হয় তাদের প্রত্যাভর্তন স্থল এবং দলের নেতারাই হয় তাদের নেতা।

মোদ্দাকথা: বৈধ ঐক্যবদ্ধতা মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং একতা বৃদ্ধি করে। ফলে তারা মুসলিম উম্মাহর খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ দলাদলি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তি, অন্ধভক্তি, হানাহানি, দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা বৃদ্ধি করে। কারণ তারা মুসলিমদের কাতারে বিভিন্ন দলের জন্ম দেয়। প্রত্যেকটি দল নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান করে, নিজের যা আছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যকে হয় প্রতিপন্ন করে।

তিনি শপথ, চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামে নতুন কোনো চুক্তি নেই। জাহেলী যুগের ভাল চুক্তিগুলিকে ইসলাম আরো সুদৃঢ় করেছে।^{৪৮}

উক্ত হাদীছে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কতিপয় শর্তের উপরে অন্যদেরকে বাদ দিয়ে সংঘবদ্ধ হওয়াকে চুক্তি (হিল্ফ) বলা হয়েছে। এসব চুক্তি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের কল্যাণ বয়ে আনে। জাহেলী যুগে দেখা যেত, কিছু লোক অন্যদেরকে বাদ দিয়ে নিজেরা একত্রিত হত এবং অত্যাচারিত ও অসহায়কে সাহায্যের জন্য শপথ ও চুক্তি করত। যেমন: হিলফুল ফুযূল। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম এসব চুক্তি হারাম করে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ভালকাজের একটি চুক্তিকে ইসলাম কিভাবে হারাম করতে পারে?!

এর জবাব হাদীছের দ্বিতীয়াংশে বলে দেওয়া হয়েছে, জাহেলী যুগের ভাল চুক্তিগুলিকে ইসলাম আরো সুদৃঢ় করেছে। অর্থাৎ জাহেলী যুগে যেসব ভাল চুক্তি ছিল, ইসলাম সেগুলোর চেয়েও উত্তম জিনিস নিয়ে এসেছে। তা হচ্ছে, গোটা মুসলিম উম্মাহ যেহেতু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মহান চুক্তির সদস্য, সেহেতু সেখানে ডানে-বামে, গোপনে বা প্রকাশ্যে আর কোনো চুক্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা অন্যান্য সব চুক্তি মুসলিম উম্মাহকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে এবং তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে।

দ্বিতীয়ত: যেহেতু মুমিন সম্প্রদায় সবাই ইসলামের রশি ধরে কল্যাণের পথে একটিমাত্র চুক্তিতে একটিমাত্র উম্মাতে পরিণত হয়েছে, সেহেতু এখানে অন্য কোনো চুক্তির প্রয়োজন আছে কি?!

অতএব, যে ব্যক্তি অন্যান্য চুক্তির আস্থান জানাবে-যদিও তা কল্যাণের উপর হয়, সে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করে ফেলবে। আব্বাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ (٥٢) ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾^১
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ [المؤمنون: ৫২, ৫৩]

তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা আমাকেই ভয় কর। অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে (সূরা আল মুমিনুন ২৩: ৫২-৫৩)।

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল-গুদাইয়ান রহিমাল্লাহ^{৪৯}

এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, ইতিপূর্বে এ দেশে (সউদী আরব) সংগঠন নামে কোনো কিছুই ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে যখন বিভিন্ন পেশার মানুষ আসা শুরু হলো, তখন তারা নিজ নিজ দেশে বিদ্যমান সংগঠনগুলি এখানে প্রতিষ্ঠা করল। জামাআতে ইসলামী, তাবলীগ জামা‘আতসহ অসংখ্য সংগঠন রয়েছে, যারা মানুষদের নিজ সংগঠনে যোগদানের আশা করে। অন্যদিকে, তারা লোকদের অন্য সংগঠনে যোগদানকে হারাম গণ্য করে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকেই নিজ সংগঠনকে হক্ মনে করে এবং অন্য সংগঠনকে বিভ্রান্ত বলে ধারণা করে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, হক্ কয়টি? উত্তরে বলব, হক্ একটি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতের বিভক্তি প্রসঙ্গে বলেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। ছাহাবীগণ উক্ত নাজাতপ্রাপ্ত দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের পরিচয় দিয়ে বলেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীরা আজ যে পথে আছি, সে পথে পরিচালিত হবে।

প্রত্যেকটি সংগঠন স্বতন্ত্রভাবে কর্মপদ্ধতি ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে এবং প্রত্যেকটি সংগঠনের একজন করে দলপ্রধান নিযুক্ত হয় আর দলপ্রধান তার কর্মীদের কাছ থেকে বাই‘আত গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, সংগঠনের কর্মীরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এভাবে প্রত্যেকটি দল প্রতিপক্ষের সাথে শত্রুতা পোষণ করে চলে। এক্ষেত্রে, এ দলাদলিকে আমরা কি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলব? কখনই না, এটি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ, দ্বীন একটি, হক্ একটি এবং আমরা একই নবীর উম্মত।

৪৯. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রাযযাক আল-গুদায়য়ান ১৩৪৫ হিজরীতে মুলফীশহরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজশহরে তাওহীদ নাহ্ব ফারায়েষ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভের পর রিয়াদে এসে পড়াশুনা শেষ করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (সউদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী), শায়খ সউদ ইবনের শুদা শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায প্রমুখ আলেমগণ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ [ال عمران: ১১০]

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত (সূরা আলে ইমরান ৩:১১০)। উক্ত আয়াতে তিনি বলেননি যে, তোমরা বিভক্ত জাতি; বরং বলেছেন, সর্বোত্তম জাতি।

মূলতঃ এ সংগঠনগুলি এদেশে এসে এখানকার পরিবেশ নষ্ট করেছে। তারা বিশেষভাবে যুবকদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। যারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, তাদেরকে তারা টার্গেট করে না; বরং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের প্রধান টার্গেট। ইদানীং মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও জামাআতে ইসলামী ও তাবলীগ জামাআতের লোকেরা তাদের দাওয়াতী কার্যক্রম চালাচ্ছে।

প্রশ্ন হল, এমন প্রেক্ষাপটে একজন মুসলিম কি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দেখানো পথ অনুসরণ করবে নাকি মিসরী ও ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সাথে থাকবে? আমি বলব, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দেখানো পথ অনুসরণ কর, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধর এবং কোনো মাস‘আলায় জটিলতা দেখা দিলে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস কর।^{৫০}

৫০. ‘ফাতাওয়ালউলামাফিলজামাআত, মিনহাজুস্সুন্নাহ রেকর্ডিং সেন্টার, রিয়াদ।

(১১) মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফেযাহুলাহ^{৫১}

প্রশ্ন: প্রচলিত বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের কোনো একটিতে যোগ দেয়া কি একজন মুসলিমের উপর আবশ্যকীয়?

উত্তর: রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ করা আবশ্যকীয় নয়। বরং তিনি ছাড়া অন্য সকলের কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়। ইমাম মালেক রহি. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবরের দিকে ইশারা করে বলেন, এ কবরের অধিবাসী ব্যতীত পৃথিবীর সকল ব্যক্তির কথা গ্রহণীয় ও বর্জনীয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতিটি কথাই গ্রহণীয়। আর নির্দিষ্ট কোনো দল বা সংগঠনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আমি বলব, আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল উম্মতকে জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيُؤْتِي اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতের সাথে আল্লাহর হাত থাকে।^{৫২}

৫১. শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ ১৩৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন রিয়াদে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ করে যাহরান চলে যান এবং সেখানে গিয়ে পড়াশুনা শেষ করেন তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক গণের মধ্যে শায়খ ইবনে বায, শায়খ উছায়মীন শায়খ জিবরীন শায়খ আব্দুর রহমান নাছের আলবাররাক প্রমুখ আলেমগণ উল্লেখযোগ্য। তিনি সউদী আরবের খোবার শহরে অবস্থিত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয জুমআমসজিদে ক্বাম এবং খত্বা বা তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদান এবং বক্তব্য প্রদান করে থাকেন রেডিও টেলিভিশনে ক্ষিপ্র প্রোগ্রামে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ রয়েছে তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ কুনূআলালখয়রী আওয়ানা ২. মুহাররামাতইসতাহান বিহা কাছীরুম মিনান নাস ৩. আলআসালীক আনাবাবিয়াহ ফী ইলাজিল আখত্বা। তিনি তার নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসছেন <http://www.islamqa.com/ar>

৫২. তিরমিযী, হা/ ২১৬৭, শায়খ আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

তিনি আরো বলেন, তোমাদের উপর জামা‘আতবদ্ধ থাকা ফরয করা হল। কেননা নেকড়ে বাঘ একাকী দূরে অবস্থানকারী ছাগলকে খেয়ে ফেলে।^{৫৩}

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, শয়তান একক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সে দুজন থেকে দূরে থাকে।^{৫৪} এছাড়া এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

সংকাজের আদেশ এবং অসংকাজ থেকে নিষেধ, আল্লাহর পথে দাওয়াত, শারঈ জ্ঞানার্জন, হক্ক ও ধৈর্যের উপদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির একে অপরকে সহযোগিতা করা নিঃসন্দেহে শরীআতসম্মত কাজ। আর একতাবদ্ধভাবে এসব কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে, যা উপরোল্লিখিত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়। সংঘবদ্ধভাবে এসব কাজ সম্পাদন মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আওতায়ও পড়ে:

﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٣﴾ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٤﴾﴾ (العصر: ১, ২, ৩, ৪)

সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে হক্ক ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে (সূরা আল আছর ১০৩: ১-৩)।

তবে কোনো দল বা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা বলতে যদি তার প্রতি অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামি বুঝায় অর্থাৎ সে যে সংগঠন করে, সেটিই একমাত্র হক্কের উপর আছে, পক্ষান্তরে অন্যগুলি ভ্রান্তির মধ্যে আছে বলে মনে করে এবং শুধুমাত্র নিজ সংগঠনের কর্মীদের সাথে আন্তরিকতা বজায় রেখে চলে, আর অন্যদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে এটি একদিকে যেমন মহা অন্যায় এবং যুলম। অন্যদিকে তেমনি

৫৩. হাসান : নাসাঈ, হা/৮৪৭

৫৪. ছহীহ : তিরমিযী, হা/২১৬৫

এগুলি দ্বারা উম্মতের মধ্যে বিভক্তি এবং দুর্বলতা সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই হয় না। সেজন্য প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির উচিত, সকল মুমিন ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বজায় রেখে চলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ৫৫]

তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনগণ (সূরা আল মায়িদা ৫:৫৫)।

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ১০]

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই (সূরা আল হজুরাত ৪৯:১০)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।

অতএব, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির সাথে ঐক্যমত পোষণকারী দল, জামা'আত বা সংগঠনগুলির কোনো একটির মধ্যে হক্ সীমাবদ্ধ বলে মনে করা যাবে না।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রত্যেকটি মুমিন অন্যান্য মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা বজায় রেখে চলবে। নিকটের হোক বা দূরের হোক সৎকাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে এবং অন্যায় কাজে সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে।^{৫৫}

(১২) আলী ইবনে হাসান ইবনে আব্দুল হামীদ আল-হালাবী আল- আছারী রহিমাহুল্লাহ ^{৫৬}

শায়খ আলী আল-হালাবী বাই‘আত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বাই‘আত সম্পর্কে অনেকগুলি সংশয় এবং সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। নীচে আমাদের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত পঞ্চম সংশয়টির বঙ্গানুবাদ করা হল:

পঞ্চম সংশয়: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন জন সফরে বের হলে তারা তাদের একজনকে আমীর হিসাবে নিযুক্ত করবে। উক্ত হাদীছে সফর অবস্থায় আমীর নিযুক্ত করার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সফর অবস্থায় যদি এই বিধান বলবৎ থাকে, তাহলে আল্লাহর পথে দাওয়াতী ক্ষেত্রে মুক্কীম অবস্থায় আমীর নিযুক্ত করে শপথ ও বাই‘আত গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নয় কি? জবাব:

১. সফর অবস্থায় আমীর নিযুক্তের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দলীল এসেছে। কিন্তু মুক্কীম অবস্থায় আমীর নিযুক্তের ক্ষেত্রে কোনো দলীল নেই। আর এখানে কারণ (علة) এক না হওয়ায় সফর অবস্থার উপর মুক্কীম অবস্থার ক্রিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া ক্রিয়াস করা মুজতাহিদ আলেমগণের জন্যই শোভা পায়, অন্য কারো জন্য নয়।

২. সফরে নিযুক্ত আমীরের ইমারত সফর শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু মুক্কীম অবস্থা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা সেখানে সর্বদা পূর্ণ আনুগত্য বজায় রাখতে হয়।

৩. সফরে আমীর নিযুক্তকরণে উপকার ছাড়া বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশংকা নেই। কিন্তু মুক্কীম অবস্থায় আমীর নিযুক্ত করলে তা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও ফাসাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং উভয় অবস্থার মধ্যে কোনো তুলনাই চলে না।

^{৫৬}. শায়খআলীইবনেহাসান১৩৮০ হিজরীতেজদানে জন্মগ্রহণ করেনতিনিশায়খ আলবানীরখুব ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

৪. যদি কিছু মানুষ মদ পানকারী ও যেনাকারী উপর শরীআতের হদ্দ কার্যকর করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে কি সেটি গ্রহণযোগ্য হবে? কখনই না। কারণ, শুধুমাত্র রাষ্ট্রের শাসক শরীআতের হদ্দ কার্যকর করতে পারেন। অতএব, এখানে যেমন রাষ্ট্রের শাসকের উপর অন্য কাউকে ক্রিয়াস করা অগ্রহণযোগ্য, তেমনিভাবে সফর অবস্থায় আমীর নিযুক্তের উপর মুক্কীম অবস্থায় আমীর নিযুক্তের বিষয়টি ক্রিয়াস করাও অগ্রহণযোগ্য।

৫. সফর অবস্থায় নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং সফরের সঠিক ব্যবস্থাপনাসহ সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখানে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রযোজ্য নয়।

৬. মুক্কীম অবস্থার বাই‘আতকে যদি শপথ ও অঙ্গীকার বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে বলব, এমনকি এসব শপথ ও অঙ্গীকারও আমাদের সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি নয়। বরং তাঁদের অবস্থান ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। হাফেয আবু নুআইম তার হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়াহ গ্রন্থে (২/২০৪) মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে ছওহানের নিকট আসলে তিনি আব্দুল্লাহকে ডেকে বলতেন, তাদেরকে সম্মান কর এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। কারণ, দু’টি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়:

১. তার শাস্তির ভয়

২. জ্ঞানাত লাভের প্রত্যাশা।

অতঃপর অন্য একদিন তার নিকট এসে দেখলাম তারা একটি কাগজে বেশ কিছু কথা লিখেছে। কথাগুলি এভাবে সাজানো ছিল: মহান আল্লাহ আমাদের প্রভু, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী, কুরআন আমাদের আদর্শ। যে আমাদের সাথে থাকবে, সে আমাদেরই একজন এবং আমরা তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে যে আমাদের বিরোধিতা করবে, আমরা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করব। আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকব, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকব।

কাগজটি উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, তুমি কি এর প্রতি সম্মতি প্রদান করছ?...অতঃপর কাগজটি আমার নিকট পৌঁছলে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করা হলো। আমি বললাম, না, আমি সম্মতি প্রদান করছি না। তখন যায়েদ ইবনে ছওহান বললেন, এ বালককে আরো অবকাশ দাও, হয়তো সে তার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসবে। তারপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তোমার সপক্ষে যুক্তি পেশ কর। আমি বললাম, মহান আল্লাহ তার কিতাবে আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি সে অঙ্গীকার ব্যতীত অন্য কারো কাছে কস্মিনকালেও নতুন কোনো অঙ্গীকার করব না। আমি একথা বলার পর সকলেই তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসলেন, কেউই আর কাগজে লেখা কথাগুলির প্রতি অঙ্গীকারে সম্মত হলেন না। তারা আনুমানিক ৩০ জন ছিলেন। বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর শায়খ আলী আল-আছারী বলেন, লক্ষ্য করুন, হক্ গ্রহণ এবং হক্কে কাছ আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে তাদের কি চমৎকার ভূমিকা এবং অবস্থান। দেখুন, যে বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং যেটি উম্মতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে সেটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে হক্ মনে হলেও তারা কি সহজে সেটিকে বর্জন করতেন।^{৫৭}

তিনি বিভিন্ন সংগঠন এবং তাতে যোগদান প্রসঙ্গে বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এসব সংগঠন, আন্দোলন এবং দল জামাআতুল মুসলিমীনের অন্তর্ভুক্ত; তবে সেগুলো জামাআতুল মুসলিমীন নয়। তেমনিভাবে যিনি কোনো ইসলামী সংগঠন বা আন্দোলনে যোগ দিবেন না, তিনি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন বিবেচিত হবেন না এবং তার মৃত্যু জাহেলী মৃত্যু গণ্য করা হবে না।^{৫৮}

৫৭. আলী ইবনে হাসান (আল বায়'আহ বায়না সুন্না তি ওয়াল-বিদ'আহ ইনদাল জামাআতিল ইসলামিয়াহ, আল মাকতাবহ আল ইসলামিয়াহ, জর্ডান), পৃষ্ঠা: ৩৮-৪০।

৫৮. আলী ইবনে হাসান: আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ বায়না তাজাম্মু' আল হিযবী ওয়াত তা'আউন আশশারঈ পৃষ্ঠা: ৯৩।

(১৩) শায়খ ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-লুহায়দান রহিমাহুল্লাহ^{৫৯}

প্রশ্ন: বর্তমান যুগে অনেক ইসলামী সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের ক্ষেত্রে মুসলিম যুবকদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: ইসলামের প্রথম বালা-মুছীবতই ছিল মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টির। কেননা সকল মুসলিম রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরবর্তী দুই খলীফার যুগে এক জামা‘আতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর আমলে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূরীকরণের খোঁড়া অজুহাত দিয়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নামে। আর এটিই ছিল ইসলামের প্রথম গোলযোগ, যার ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয় এবং ফিৎনা সৃষ্টিকারী দাঈদের পথ উন্মুক্ত হয়।

সকল মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধভাবে হাতে হাত মিলিয়ে এক দল হয়ে থাকতে হবে। কোনো মুসলিমের জন্য কোনো দল, জামাআত বা সংগঠনে যোগ দেওয়া শোভনীয় নয়। এটিই হচ্ছে আল্লাহ নির্দেশিত এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত সরল সঠিক পথ। এ সোজা পথ ছেড়ে এখানে সেখানে যোগ দেওয়ার অর্থই হলো নিজেকে এমন পথে পরিচালিত করা, যার শেষ গন্তব্য ধ্বংস বৈ কিছুই নয়। সেজন্য যুব সমাজের প্রতি আমার নছীহত হলো, তারা শারঈ জ্ঞান অর্জন করবে এবং কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে যোগ্য ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করবে।^{৬০}

৫৯. শায়খ ছালেহ আল-লুহায়দান ১৩৫০ হিজরীতে কাছীমের বুকাযরিয়াহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৯ হিজরীতে রিয়াদে শারী‘আহ বিভাগে অনার্স শেষ করেন। ১৩৮৩ হিজরীতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডেপুটি হিসাবে নিয়োগ পান। পরবর্তীতে ১৩৮৪ হিজরীতে প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত হন। তিনি মসজিদে হারামে পাঠদান করতেন।

৬০. ‘ফাতাওয়াল উলামা ফিল জামাআত, মিনহাজুস সুন্নাহ রেকর্ডিং সেন্টার, রিয়াদ।

(১৪) শায়খ রবী ইবনে হাদী আল-মাদখালী রহিমাহুল্লাহ^{৬১}

প্রশ্ন: কেউ কেউ মনে করেন, সংগঠন ছাড়া সালাফী দাওয়াত প্রসার লাভ সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ এ মতের বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: সালাফে ছালেহীনের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। পক্ষান্তরে পরবর্তীদের সৃষ্ট বিদ'আত অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সার্বিক অকল্যাণ। সালাফে ছালেহীন দ্বীন প্রচার করেছেন। সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব জয় করেছেন। তারা নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জিহাদ করেছেন এবং বিজয় লাভ করেছেন। আর এটি কোন সংগঠনের মাধ্যমে করেননি।

পরবর্তীতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আলিমগণ মসজিদে মসজিদে দারস প্রদানের মাধ্যমে শারঈ জ্ঞানের পতাকা উত্তোলন করেছেন। এভাবে আলিম-উলামার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক ছাত্র তৈরি হয়েছে, যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নির্দেশিত একক পথের উপর পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল এসব সংগঠনের চেয়ে অনেকগুণ ভাল প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে আলিম-উলামা তৈরিতে দূরের কথা এসব সংগঠন একজন মানসম্পন্ন ছাত্রও তৈরি করতে পারেনি। আমরা এখানে শাইখ মুকবিলকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি, যিনি এসমস্ত সংগঠন ও কর্মপদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে তিনি ছাত্রদেরকে শারঈ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে তিনি ছাত্রদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছেন এবং এক ঝাঁক আলিম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন,

৬১. বিশিষ্ট আলেমও মুহাদ্দিছ রবী ইবনে হাদী আল-মাদখালী ১৩৫১ হিজরীতে উদী আরবের ছামেতানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ শহরে এবং মদীনা মুনাওয়ারায় পড়াশুনা করেন তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে ইবনে বায, আলবানী আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, মুহাম্মাদ আল-আমীন আশশানকীতী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. মানহাজুল আশিয়া ফিদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহ, ২. মাকানা তুআহলিল হাদীছ ৩. মাতা ইনু সাইয়্যে দ কুতুব ফী আছবাবী রাসূলিল্লাহ ৪. জামআহ ওয়াহেদাহ লা জামআত ওয়া ছিরাত ওয়াহেদ লা আশারাত প্রসিদ্ধ।

যারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে দাওয়াতী কাজ করেছেন। আর এভাবে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে একটি সুন্দর প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

পক্ষান্তরে সারা দুনিয়ায় ছড়ানো-ছিটানো প্রচলিত এসব সংগঠন আমাদেরকে কি উপহার দিয়েছে? কয়জন আলিম তৈরি করতে পেরেছে? বরং কিছুই তৈরি করতে পারেনি। অথচ এই দুর্বল ও নিঃস্ব মানুষটি ইখলাস এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা দ্বারা এমন কিছু করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ১০০ ভাগের এক ভাগও তারা করতে পারেনি। তারা পেরেছে শুধু দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টি করতে।

নিজ সংগঠনের কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং অন্যদের সাথে শত্রুতা পোষণের মাধ্যমে কিছু কিছু দেশের সালাফীদের টুকরো টুকরো করে ভাগ করতে পেরেছে। ইসলামকে বিপদগ্রস্ত করেছে, সালাফী পরিচয় দিয়ে মূলনীতির বারোটা বাজিয়েছে এবং সালাফীদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, চাঁদা উঠিয়ে মুসলিমদের পকেট খালি করে তারা সূদান, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের সালাফীদের উপর আক্রমণ করেছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সালাফী মূলনীতিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। মূলতঃ তারা শুধু ভালভাবে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু সালাফে ছালাহীনের আদর্শের উপর কাউকে গড়ে তুলতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

সুতরাং আমি আলিমদের উদ্দেশ্যে বলব, যাকে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সে কোনো মসজিদে সং ও দ্বীনি জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করুন।

আমি মনে করি, আপনারা যদি দশজন আলিম তৈরি করতে পারেন, তাহলে তা হাজার হাজার সংগঠন এবং তাদের তৈরি হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহুগুণে ভাল হবে।^{৬২}

৬২. ‘সালাফিইয়াতুনা আব্বু ওয়া মিন সালাফিইয়াতিল আলবানী সংশয়ের জবাব ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত আছালাস্বরকর্ডিং সেন্টার, জেদ্দা।

(১৫) শাইখ মুহাম্মাদ আমান ইবনে আলী আল-জামী রহিমাল্লাহ

৬৩

বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন ও দলে যোগদান সম্পর্কে বেশী বেশী প্রশ্ন হতে দেখা যায়। অবশ্য আমাদের যুবসমাজ যখন এ সমস্ত সংগঠনগুলির পক্ষে বিপক্ষে অবস্থানের ক্ষেত্রে গোলকধাঁধায় পড়বে, তখন তাদের এ বিষয়ে জানতে চাওয়ার অধিকার আছে।

কারণ এসব সংগঠন ও দলাদলি নবাবিকৃত এবং বিদ'আত। মূলতঃ বিভিন্ন জামা'আত না থেকে একটিমাত্র জামা'আত থাকবে। সেজন্য আমাদের সালাফে সালাহীনের সময়ে এতোসব জামা'আত ছিল না। বরং তারা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেখে যাওয়া একমাত্র জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পথের উপর রেখে যাচ্ছি। যে ব্যক্তি এ পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে ধ্বংস হবে।

স্বচ্ছ ও সরল এপথ কোন দ্বীনের জ্ঞানপিপাসুর অজানা নয়। তবে যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করে না, সালাফে সালাহীনের ইতিহাস জানে না এবং রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত দ্বীনের মর্মার্থ উপলব্ধি করে না, শুধুমাত্র তাদের নিকটেই এপথ অস্পষ্ট।

যে ব্যক্তির ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে, প্রচলিত সংগঠনগুলি যে নবাবিকৃত, সে ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবে যার জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে, যে নিজের প্রবৃত্তির কাছে হার মেনেছে এবং বহিরাগত কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যার বিবেক-বুদ্ধি পরিবর্তন হয়েছে, শুধুমাত্র সে এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে।^{৬৪}

৬৩. শায়খ মুহাম্মাদ আমান ১৩৪৯ হিজরীতে ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। শায়খ ইবনে বায তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

৬৪. ‘আনুচ্ছে বিতারকিল জামা'আত ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত আল ইবানাহ আস

(১৬) শাইখ উছমান মুহাম্মাদ আল-খামীস রহিমাহুল্লাহ^{৬৫}

শাইখ উছমান আল-খামীসকে প্রচলিত ইসলামী সংগঠনগুলির কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রচলিত ইসলামী সংগঠনগুলির কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অপরিহার্য নয়।

বরং তোমার উপর কর্তব্য হলো, সালাফী আক্বীদা পোষণ করা এবং পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীছকে সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী আঁকড়ে ধরা। যদি তোমার কোনো মুসলিম ভাইকে এ পথ থেকে সরে যেতে দেখ, তাহলে তাকে ফিরে আসার নছীহত কর এবং তার জন্য দু‘আ কর।^{৬৬}

সামুইয়াহ রেকর্ডিং সেন্টার।

৬৫. শায়খ উছমান মুহাম্মাদ আল-খামীস কুয়েতী উলামায়ে কেরামের একজন। তিনি কাছীমের মুহাম্মাদ ইবনে সুউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন গুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন ইবরাহীম আললাহেম প্রমুখ আলেমগণ।^{৬৬} আদেব্বাথে বাহাছ মুনাযারায় তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। দলীল ছাড়া তিনি কোন কথা বলেন না। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: ১. মিনাল ক্বল বি ইলাল ক্বলব ২. মাতা ইয়াশারাক্ব নুরুকা আইউহাল মুনতাযির ৩. শুবুহাত ওয়া রুদূদ ৪. হিক্বাতু ন মিনাত তারীখ।

৬৬. শায়খের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইটের (www.almanhaj.net) নিম্নোক্ত লিংক থেকে ১০/১২/২০১২ ইং তারিখে লেখাটি সংগ্রহ করা হয়েছে:

<http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show//480>

(১৭) শাইখ ইবরাহীম ইবনে আমের আর-রুহায়লী রহিমাহুল্লাহ^{৬৭}

প্রশ্ন: মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে অগণিত সংগঠন ও দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি সেখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আকীদা পোষণকারীদের মধ্যেও বেশ কিছু সংগঠন রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংগঠন ও তার আমীর বা সভাপতির প্রতি অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামী করে থাকে। প্রশ্ন হলো, এসমস্ত সংগঠনে যোগদানের বিধান কি? এবং এসব দলাদলি থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর: কোনো সংগঠন, দল বা প্রতিষ্ঠানে যোগদান বা তার সাথে সংশ্লিষ্টতা ও সম্পৃক্ততা দু’প্রকার:

এক: সাধারণ সংশ্লিষ্টতা, যেমন: বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যালয়, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো একটি দেশের সাথে সংশ্লিষ্টতা। এই প্রকার সংশ্লিষ্টতা স্বাভাবিক এবং বৈধ। কারণ এর উপর ভিত্তি করে অলা ও বারা (মিদ্রতা ও শত্রুতা) কিংবা গোঁড়ামী সৃষ্টি হয় না। বরং মানুষের বিভিন্ন বিষয়কে সুশৃংখলিত করার জন্য এসব সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন রয়েছে। তেমনিভাবে কোনো দেশে যদি নিয়ম থাকে যে, কোনো সংস্থার অধীনে ছাড়া একাকী দাওয়াতী কাজ করা যাবে না, তাহলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কোনো একটি সংস্থার অধীনে দাওয়াতী কাজে বাধা নেই। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, এর উপর ভিত্তি করে যেন অলা ও বারা না হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সংস্থার অধীনে থাকবে, তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ সংস্থার বাইরে থাকবে, তার সাথে শত্রুতা পোষন করবে। কারণ প্রত্যেক দাঁষ্টিকে এ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এমনটি নয়। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পৃক্ত হতে চাইবে, সে সম্পৃক্ত হবে। পক্ষান্তরে যে এর সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে মাসজিদে দারস দিতে চায়, সে তা পারবে, তাতে কোনো বাধা নেই।

৬৭. শায়খ ইবরাহীম আর-রুহায়লী ১৩৮৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকীদা বিভাগের অধ্যাপক এবং মসজিদে নববীতে নিয়মিত দারস প্রদান করেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: ১. মাওক্‌ফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ মিন আহলিল আহওয়াল বিদ‘আহ; ২. আততাকফীর ওয়া যওয়াবিতুহু। তিনি ত্রিশটিরও অধিক বইয়ের ভাষ্যকর। যেমন: ১. শারহুল আকীদাহ আলওয়াসেঈয়াহ; ২. শারহুল আরবাঈন আননাবাকীয়াহ ইত্যাদি।

দুই: ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এরূপ বলা যে, এটিই আহলুস সুন্নাহর সংগঠন। সুতরাং যে এই সংগঠনে আসবে, সে সুন্নী। আর যে এখানে আসবে না, সে বিরোধী এবং বিদ'আতী। সংগঠনের অবস্থা এরূপ হলে তাতে যোগ দেয়া হারাম। কোনো সংগঠনের উপর ভিত্তি করে যদি অলা ও বারা (মিদ্রতা ও শত্রুতা) প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে কারো জন্য তাতে যোগ দেয়া আদৌ বৈধ নয়, ঐ সংগঠনের প্রধান যত বড় বিদ্বানই হোক না কেন।

আর অন্ধভক্তির ব্যাপারে বলব, অন্ধভক্তি শুধুমাত্র সংগঠনের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কিছু মানুষ মনে করে, সংগঠন বন্ধ হয়ে গেলে অন্ধভক্তি বন্ধ হয়ে যাবে। এটি ভুল ধারণা। কারণ সংগঠনের অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামী ছাড়াও রয়েছে নির্দিষ্ট আলিমের বিষয়ে গোঁড়ামী, বইয়ের গোঁড়ামী, বংশের গোঁড়ামী ইত্যাদি। সুতরাং গোঁড়ামীর দোহাই দিয়ে কোন বৈধ জিনিসকে নিষিদ্ধ করা যাবে না। যাহোক সকল প্রকারের গোঁড়ামী দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে।

পরিশেষে বলব, সুশৃঙ্খলভাবে দাওয়াতী কাজ করার স্বার্থে কেবল কোনো সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত হতে কোনো বাধা নেই।^{৬৮}

৬৮. হিজরী ২৯/০৪/১৪৩৩ তারিখে মসজিদেনববীতে দারস্ প্রদানের সময় জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত কথাগুলি হলেন।

(১৮) আবু মালেক আর-রেফাঈ আল-জুহানী রহিমাহুল্লাহ^{৬৯}

প্রশ্ন: দাওয়াতী ক্ষেত্রে ইমারত গঠনের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: দাওয়াতী ক্ষেত্রে ইমারত গঠন দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি। বরং সঠিক পদ্ধতি হলো, সুপরিচিত বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের ছাত্রদের নিয়ে দাওয়াতী কাজ করবেন। যেমন: ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফিয ইবনুল কাইয়িম, আল্লামা আল বানী, ইবনে বায, রবী আল মাদখালী, আব্দুল মুহসিন আল আব্বাদ, মুকবিল আল ওয়াদেঈ প্রমুখ আলেমগণ তাদের ছাত্রদেরকে যথারীতি দ্বীনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং কেউ কউ এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। আর তাদের ছাত্রগণ সারা দুনিয়ায় দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ এটিই হচ্ছে সালাফী দাওয়াত। আমি আবার ও বলছি ইমারত গঠন করে দাওয়াতী কাজ করা সুস্পষ্ট বিদ'আত।^{৭০}

৬৯. শায়খ আবু মালেক আল-জুহানী ১৩৯০ হিজরীতে ইয়ামবুশহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়ামবুর ওমর জামেমসজিদে রুইমাম ও খত্বী ব এবং সউদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত প্রসিদ্ধ দাঈ। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১. আসসীরাহ আন নাবাব্বিয়াহ ২. আল-ক্বাযা ওয়াল-ক্বদার আলায ওয়ে মু'তাক্বাদে আহলিসসুন্নাহ ওয়াল-আছারউল্লেখযোগ্য।

৭০. শায়খের 'মা'আলিমুদদা'ওয়াহ' ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত।

(১৯) আল্লামা সাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুসাইন রহিমাহুল্লাহ^{৭১}

কোনো জামা‘আত, দল বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা অথবা মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে নামে বিশেষিত করেছেন, সেটি বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো নামে নিজেদেরকে বিশেষিত করে জামা‘আতুল মুসলিমীন থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া অথবা কুরআন-হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের নীতির বাইরে নির্দিষ্ট কোনো ইবাদত বা আক্বীদা পোষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে আলাদা করা অথবা নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বা দলীয় আমীর নিযুক্ত করে তার হাতে বাই‘আত করার অনুমতি যেমন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীসের কোথাও নেই, তেমনি তা ছাহাবায়ে কেরামের জীবদ্দশাতেও কখনো ঘটেনি।

আজ মুসলিমদের মধ্যে এরূপ ঘটার ফলে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। ফলে সারা বিশ্বে তাদের যে শক্তি ও দাপট ছিল, তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সংগঠনের কর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তাদেরকে ভালবাসে।

পক্ষান্তরে অন্য সংগঠনের কর্মীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদেরকে ঘৃণা করে। শুধু তাই নয়, একে অন্যের উপর মিথ্যা অপবাদ, গালিগালাজ, এমনকি হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। তারা প্রত্যেকে নিজেদেরকে সাধু এবং অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলে দাবি করে। নিজেদের দলের জন্য খয়রাত সংগ্রহে লিপ্ত আছে, অথচ অন্যরা যাতে কিছুই না পায়, সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসব দলাদলি ও বিভক্তির মধ্যে কিভাবে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হবে!^{৭২}

৭১. সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুসাইন ১৩৫৪ হিজরীতে উদী আরবের শুকরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকা রাষ্ট্র ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষা বিভাগে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন। সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ ১. হাকিকাতুদ্দাওয়াহ ইলাল্লাহ ২. ফিকরো সাইয়েদকুতুববায়নারায়নে ৩. তাহ্বীহুততাশায়উ।

৭২. সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুসাইনঃ হাকিকাতুদ্দাওয়াহ ইলাল্লাহ, রিয়াদঃ দারুসসালামলাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী পৃষ্ঠাঃ ৭২-৭৩।

(২০) শাইখ আবু উসামাহ সালীম ইবনে ঈদ আল হেলালী রহিমাহুল্লাহ^{৭৩}

তিনি বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতের নামে গড়ে উঠা সংগঠনগুলি প্রত্যেকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আছে, অন্যদের দিকে তাদের কোনো ঞ্ক্ষিপ নেই। এমনকি কোনো কোনো সংগঠনের লোকেরা নিজেদের সংগঠনকে জামা‘আতুল মুসলিমীন এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাকে ইমামুল মুসলিমীন বলে দাবি করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ফলে তাদের হাতে বাই‘আত করাকে সকল মুসলিমদের উপর অপরিহার্য বলে মনে করে। কেউ কেউ মুসলিমদের সর্ববৃহৎ অংশকে (السواد الأعظم) কাফের বলে ফাতওয়া প্রদান করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের দলকে মূল দল বলে আখ্যায়িত করে অন্যদেরকে এর পতাকা তলে সমবেত হওয়া অপরিহার্য বলে মনে করে।...

মূলতঃ যেসব দল ইসলামের জন্য আজ কাজ করছে, তারা জামা‘আতুল মুসলিমীন নয়; বরং তারা জামা‘আতুল মুসলিমীনের একটি অংশ মাত্র। কেননা হাদীসে বর্ণিত জামা‘আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমাম আজ নেই।

হাদীসে জামা‘আতুল মুসলিমীন বলতে এমন জামা‘আতকে বুঝানো হয়েছে, যার অধীনে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিম সুসংগঠিত হবে এবং তাদের একজন ইমাম বা খলিফা হবেন, যিনি আল্লাহর হুকুম/বিধান বাস্তবায়ন করবেন। এরকম খলিফার হাতে বাই‘আত করা এবং তার অনুসরণ করা গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য আবশ্যিক-ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৭৩. শায়খ আবু উসামাহ আল হেলালী ১৩৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ধার্মিক ও দ্বীনদার পরিবারে তিনি বড় হন। সিরিয়া, পাকিস্তান এবং সউদী আরব পড়াশুনা করেন। এই খ্যাতিমান আলোচক তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন আলবানী হাম্মাদ আল আনছারী বাদীউদ্দীন আর রাশেদী শায়খ আলবানী মুকবিল আল ওয়াদেঈ রবী আল মাদখালী তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ ১. যুবদাতুল আফহাম বিফাওয়াইদি উমদাতিল আহকাম্. আল বিদআহ ওয়া আছরুহা সাসাইয়ে ফিল উম্মাহ, ৩. মাউসুআতুল মানাহি আশ শারইয়্যাহ ফী ছহীহিস সুন্নাহ আন নাবাবিইয়াহ

আর যেসব দল রাষ্ট্রীয় খেলাফত পুনরুদ্ধার করার জন্য কাজ করছে, তাদের উচিত নিজেদের মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা, নির্ভেজাল তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা এবং নিজেদের দোষ-ত্রুটির জন্য পরস্পর পরস্পরকে নসীহত করা। অনুরূপভাবে একজন সাধারণ মুসলিমের উচিত, এসব দলের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া।

ইসলামের হত গৌরব, শক্তি আর দাপট ফিরিয়ে আনার জন্য এসব দলের এক হয়ে যাওয়া উচিত। তাদের উচিত কর্মীদেরকে হকুমুখী করা এবং তাদের মধ্যে সকল মুসলিমকে ভালবাসার মত মানসিকতা তৈরি করা। তা হলেই মুসলিমদের বিভক্তি ও দুর্বলতা লোপ পাবে এবং তাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের সকল বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

অতএব, কোনো ব্যক্তি এসমস্ত সংগঠনের বাইরে থাকলে তাকে মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না। কেননা জামা'আতুল মুসলিমীন-এর বৈশিষ্ট্য তাদের কারো মধ্যে নেই। আর এসব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের নিজেদেরকে ইমাম বলে দাবি করার যোগ্যতাও নেই।^{৭৪}

৭৪. আবুউসামাহসালীমআল-হেলালী আল-জামাআতআল-ইসলামীয়াহ ফি যওইল কিতাবেওয়াস-সুন্নাহ (তৃতীয় প্রকাশ: ১৪১৭/১৯৯৭) পৃ ৩৮৪-৩৮৫; আবুউসামাহ সালীমআল-হেলালী লিমাযাইখতারতুলমানহাজআসসালাফী (দারইবনিলকাইয়িম, দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪৩০/২০০৯), পৃ ২৫-২৬।

(২১) আবু মুহাম্মাদ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী রহিমাহুল্লাহ^{৭৫}

মুহতারাম শাইখকে বিভিন্ন ইসলামী জামা'আত, দল ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলোতে যোগদান প্রসঙ্গে বারংবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বিস্তারিত যে জবাব প্রদান করেন, তার কিছু অংশ নীচে তুলে ধরা হলো :

তিনি হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত ফেতনা সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, অতএব একজন মুসলিমের উচিত, তার প্রভুর ইবাদত করা এবং সাধ্যানুযায়ী এ ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। কোনো সংগঠন বা দলে যোগ দেয়া এবং কোনো দলের সদস্য হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়।

তাকে যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেদিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আজ অনেক মানুষকে বলতে শুনি, এখন আমরা কি করতে পারি? আমি বলব, তোমাকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তুমি কেবল সেকাজেই ব্রত থাকো।^{৭৬}

তিনি দলাদলি সৃষ্টির অনেকগুলি ক্ষতি উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হলো :

(১) দলাদলি কুরআন-হাদীস বিরোধী। এসব দলাদলি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে ছিল না। বরং এগুলো পরবর্তীতে সৃষ্ট বিদ'আত। সুতরাং ছাহাবারা যা করেছেন আমাদেরকে তাই করতে হবে এবং তারা যা বর্জন করেছেন, আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে।

৭৫. আল্লামা আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআন এবং হাদীছশাস্ত্রে প্রথিতযশা একপুরুষ। আরবী উর্দু এবং পশতুভাষায় তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১. তাক্বলীদ কেআন্ধেরু সেনাজাত ২. আফিউনআওরউসকীতিজারাতকীহুরমাত ৩. আততাহকীক্বুস-ছরীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাছাবীহ ৪. আলফাওয়ায়েদ ৫. আসমা ওয়া ছিফাত উল্লেখযোগ্য। শায়খেরফযুওয়াল্লই ফাতাওয়াদ্দীনিলখালেছ এ পর্যন্ত ১০ খণ্ড ছাপা হয়েছে। তার ভাষ্য মতে এটি ৫০ খণ্ড পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

৭৬. আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী, ফাতাওয়াদ্দীনিলখালেছ মাদরাসাতা-লীমিলকুরআন ওয়াস-সুন্নাহ, পেশোয়ার প্রথম প্রকাশ: ১৪২৩ হি:, ৬/৪৮-৪৯।

- (২) দলাদলি বান্দার ইখলাসে বিরূপ প্রভাব ফেলে। দলের একজন সদস্য সর্বদা নিজ দলের জয় কামনা করে; সেক্ষেত্রে সে কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধীতারও তোয়াক্কা করে না।
- (৩) দলের প্রতি অন্ধভক্তি ও গোঁড়ামী অন্যান্য মুসলিমকে হয়ে প্রতিপন্ন করতে শেখায়। সেজন্য দেখা যায়, দলের একজন অন্ধভক্ত তার দলের না হওয়ার কারণে বড় বড় আলেমের প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখে।
- (৪) ধর্মীয় বিষয়াবলীর গুরুত্বের চাইতে তার কাছে দলীয় বিষয়াবলীর গুরুত্ব বড় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে দলীয় সভা-সমাবেশ, সম্মেলন ইত্যাদিতে উপস্থিত হলেও জামা'আতে সলাত, ইলম/জ্ঞান অর্জন, সুন্নাহের অনুসরণ ইত্যাদি দ্বিনি বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না।
- (৫) দলাদলি করতে যেয়ে একজন দলপ্রধান বানিয়ে তাকে কেন্দ্র করে কারো সাথে মিত্রতা বা শত্রুতা গড়ে তোলা হয় এবং রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত দাবি করা হলেও আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ একটি ক্ষতিই এসব দলাদলি থেকে দূরে থাকার জন্য যথেষ্ট।
- (৬) দলাদলি অন্যায়ভাবে কারো নিন্দা-বদনাম, আবার কারো সুনাম করতে শেখায়। সেজন্য একজন নিকৃষ্ট মানুষও যদি দলে যোগ দেয়, তাহলে তার প্রশংসার শেষ থাকে না। পক্ষান্তরে মর্যাদাবান কোনো মানুষও যদি দল ত্যাগ করে, তাহলে তিনি হন নিকৃষ্ট মানুষ।
- (৭) দলের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার কারণে পরহেযগার ভালো আলেমের বক্তব্য পর্যন্ত শোনা হয় না। এমনকি দলীয় মাদ্রাসা-মাসজিদে তাকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ারও অনুমতি দেয়া হয় না।
- (৮) নির্দিষ্ট কোনো দলে সীমাবদ্ধ থাকলে সময় ও অর্থের অপচয় হয় এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও উন্মাতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়।
- (৯) সংগঠনের ব্যানারে দাওয়াত দিলে দাওয়াতের ফলাফল খুব সংকীর্ণ হয়। কেননা সংগঠনের সমর্থক ছাড়া আর কেউ এ দাওয়াতে সাড়া দেয় না। পক্ষান্তরে বিদআতী এসব বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে দাওয়াত দিলে যে কেউ তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে।

- (১০) দলাদলির মাধ্যমে অনেক সময় শারঈ দলীলের অপব্যখ্যা করা হয়। কারণ আগে দলের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি তৈরি করা হয়, তারপর এর পক্ষে শরীয়াতের এমন কিছু দলীল তালাশ করা হয়, যেগুলি তাদের পক্ষ সমর্থন করে না। ফলে তারা সেগুলোর অপব্যখ্যার আশ্রয় নেয়।
- (১১) দলাদলি ঈমানী মহান ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে সংকীর্ণ ভ্রাতৃত্বের জন্ম দেয়।^{৭৭}

৭৭. দেখুনঃ আমীনুল্লাহ পেশোয়ারী, ফাতাওয়াদুদীনিল খালেছ (মাদরাসাতা'লীমিল কুরআনওয়াস-সুন্নাহ , পেশোয়ার প্রথম প্রকাশঃ ১৪২৩ হি:), ৬/৫৯-৬৩।

(২২) শাইখ আহমাদ ইবনে ইয়াহুয়া আন-নাজমী রহিমাহুল্লাহ^{৭৮}

মুকীম অবস্থায় আমীর মনোনয়ন করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হাদীসে যে আমীর নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, তা সফরের সাথে নির্দিষ্ট। মুকীম অবস্থায় রাষ্ট্রের মুসলিম শাসকই সবার জন্য যথেষ্ট। অন্য কোনো আমীর নিযুক্ত করা বৈধ নয়। কারণ সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে। অতএব যে ব্যক্তি বলবে, মুসলিম শাসক ছাড়া মুকীম অবস্থায় অন্য কোনো আমীর নিযুক্ত করা শরীয়াত সম্মত, তাকে তার পক্ষে দলীল পেশ করতে হবে। আর এ কথা সত্য যে, সে কস্মিনকালেও তার পক্ষের দলীল পাবে না।^{৭৯}

অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আমীর নিযুক্তের অনুমতির বিষয়টি সফরের সাথে নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি বলবে, সফরে আমীর নিযুক্ত করা বৈধ হলে মুকীম অবস্থায় আমীর নিযুক্ত করাও বৈধ, সে মূর্খ; সে শরীয়াতের কিছুই জানে না। তার উচিত মূর্খতা বাইরে প্রকাশ না করে লুকানোর চেষ্টা করা।^{৮০}

বাই‘আত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাই‘আত হচ্ছে, মুসলিম শাসকের অধিকার। সুতরাং শাসক ছাড়া অন্য কেউ কারো নিকট থেকে বাই‘আত গ্রহণ করল, সে দ্বীনের মধ্যে নিন্দিত বিদ‘আত সৃষ্টি করল। আমরা যদি হক্কানী আলিমগণের

৭৮. বিখ্যাত মুহাদ্দিছ এবং ফক্বীহ আহমাদআননাজমী৮৩৪৬ হিজরীতেজন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতিমান আলেমগণের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেনঈউদীআরবেরসাবেকপ্রধান মুফতী শায়খমুহাম্মাদ ইবনেইবরাহীম আব্দুল্লাহ আলক্বারআবী, হাফেযইবনেআহমাদ আলহাকামীপ্রমুখ। তারউল্লেখযোগ্য ছাত্র বৃন্দের মধ্যে রয়েছেনশায়খরবীআল মাদখালী আলীইবনেনাছেরআলফাক্বীহী প্রমুখ।

৭৯. আহমাদআননাজমীআলমাওরেদুলআযযুযালালফীমাউনতুর্কিদা আলাবা‘যিল মানাহিজিদ্দা‘বিইয়াহ মিনালআক্বাইদি ওয়ালআমাল, পৃঃ ২০৫।

৮০. আহমাদ আননাজমী আলফাতাওয়া আলজাল্লিঁয়াহ আনিল মানাহিজআদ দা‘বিইয়াহ (ফুরকানলাইব্রেরী, আজমানদ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪২১ হি:), পৃষ্ঠাঃ ৪৪-৫১।

জীবনীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারব, তারা দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে কারো কাছ থেকে আনুগত্যের বাই‘আত নেননি।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহি.) হিজরী ১২ শতাব্দীতে নাজদে দাওয়াতী কাজ করেছেন। কিন্তু কারো কাছ থেকে আনুগত্যের বাই‘আত গ্রহণ করেননি। তেমনিভাবে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ক্বারআবী (রহি.) সউদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলে দাওয়াতী কাজ করেছেন। তিনিও কারো কাছ থেকে বাই‘আত নেননি। আমরা যদি আরেকটু পূর্বে ফিরে যাই, তাহলে লক্ষ্য করব, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহি.) ও কারো কাছ থেকে বাই‘আত গ্রহণ করেননি। অথচ মহান আল্লাহ তাদের সকলের দাওয়াতে বরকত দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারাই সালাফী দাওয়াতের ধারক ও বাহক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিদ‘আতীরা বিদ‘আত প্রচার করা থেকে বিরত হয়নি।^{৮১}

প্রশ্ন: যে সব দাঈ দাওয়াতের পদ্ধতিতে ভুল করেন, কিছু কিছু ছাত্র তাদের সমালোচনা করেন। তাদের এ সমালোচনা কি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর: মহান আল্লাহ তার নাবীগণকে দাওয়াতী ক্ষেত্রে যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন, সকল দাঈর উচিত, সে পথে পরিচালিত হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي آلِ إِرَٰضٍ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝ ٣٦﴾

অবশ্যই আমরা প্রত্যেক উম্মাতের নিকটেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশনা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে বেঁচে থাক। অতঃএব তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে (আন-নাহল ১৬:৩৬)।

৮১. আল-মাওরেদুল আযযযযালাল ফীমা উনতুক্কিদা আলা বা‘যিল মানাহিজ্জিদ দা-বিইয়াহমিনালআক্বাইদি ওয়ালআমাল পৃ ২০৫।

আল্লাহ তা‘আলা তার প্রিয় নাবীকেও দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

হে নাবী! আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর দিকে ডাকি জাগ্রত জ্ঞানসহকারে। আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা ইউসুফ ১২:১০৮)।

অতএব, কেউ যদি রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি বাদ দিয়ে দাওয়াতী ময়দানে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে, তাহলে উলামায়ে কেরামের উচিত, তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সঠিক পদ্ধতি বলে দেয়া।

আর যে ব্যক্তি সঠিক পদ্ধতি জানার পরও ভুল ধরিয়ে দিবে না, সে গুনাহগার হবে। তবে কেউ ভুল ধরিয়ে দেয়ার এ দায়িত্ব পালন করলে অন্য সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে, অন্যদের আর গোনাহ হবে না। কিন্তু ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে যদি কেউ অন্যদের সহযোগিতার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে সকলের উচিত তাকে সহযোগিতা করা। কেউ যদি মনে করে, যারা দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতির বিরোধী কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করছে, তাদের ব্যাপারে কথা বলতে যাওয়া উচিত নয়, তবে সে চরম ভুল করবে। এর মাধ্যমে সে আসলে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, হকু প্রচার এবং নেকী ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা করাকে অকোজো করতে চায়। সে যদি অন্তর থেকে এটি নাও চায়, তবুও যারা চায়, সে তাদের প্রতারণার শিকার হয়েছে। অতএব, তার উচিত হকের পথে ফিরে আসা।^{৮২}

৮২. আল-ফাতাওয়া আল-জালিইয়াহ আনিল মানাহিজ আদ-দা‘বিইয়াহ, পৃ ১২।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন

1. الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي، لفضيلة الشيخ/ علي بن حسن الحلبي الأثري
2. حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والأحزاب الإسلامية، للعلامة بكر أبي زيد
3. مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، لفضيلة الشيخ/ ناصر العقل
4. الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، لفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان
5. الفتاوى الجليلة عن المناهج الدعوية، لفضيلة الشيخ/ أحمد بن يحيى النجمي
6. المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، للمؤلف السابق
7. البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية، لفضيلة الشيخ/ علي بن حسن الحلبي الأثري
8. حقيقة الدعوة إلى الله، لصاحب المعالي/ سعد بن عبد الرحمن الحصين
9. فتاوى العلماء حول الدعوة والجماعات الإسلامية، لنخبة من العلماء
10. قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي وغيرها

নিম্নোক্ত ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউস করুন:

http://www.4salaf.com/vb
http://www.ajurry.com/vb/forum.php
http://www.binbaz.org.sa/
http://www.albany.net/
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
http://www.alfawzan.af.org.sa
http://alhalaby.com/tags-146.html